RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৮, সংখ্যা: ৫, কোচবিহার, শুক্রবার, ৮ মার্চ - ২১ মার্চ, ২০২৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮

Vol: 28, Issue: 5, Cooch Behar, Friday, 8 March - 21 March, 2024, Pages: 8, **Rs. 3**

ভাতা বাড়ল আশা কর্মীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: দীর্ঘ ছয়দিন ধরে আন্দোলনের পর অবশেষে ভাতাবৃদ্ধির ঘোষণা পেলেন আশা কর্মীরা। ৬ ফেব্রুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি বিশেষ ঘোষণায় আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের মাসিক সাড়ে সাতশো টাকা করে ভাতা বৃদ্ধির ঘোষণা করেন। তাতে কিছুটা হলেও খুশি আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা। টানা ছয়দিন ধরে আন্দোলন করেছেন আশা কর্মীরা। তাতে পালস পোলিওয়ের মতো কাজে সমস্যা তৈরি হয়। আন্দোলনের তৃতীয় দিন কোচবিহারের সুনীতি রোডের পাশে আন্দোলনে বসেন আশা কর্মীরা। আন্দোলনকারীদের একজন বিজলী রায় বলেন, “তিন মাস ধরে আমরা ভাতা পাই না। দুটি বাজেট হয়ে গেল কিছুদিন আগেই। কোনও বাজেটেই আশা কর্মীদের জন্য কিছু নেই। তাই আন্দোলনে নেমেছি। সে কারণে কিছু সমস্যা হচ্ছে তা বুঝতে পাচ্ছি আমরাও।” স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, পোলিও অভিযানে চারজনের একটি করে টিম তৈরি করা হয়েছে। যে টিমে স্বাস্থ্যকর্মীরা ছাড়াও অঙ্গনওয়াড়ি ও আশা কর্মীরা থাকেন। আশা কর্মীরা কাজ না করায় টিম ছোট হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে যাতে পোলিও অভিযানে কোনও সমস্যা না হয় তা নিয়ে কোচবিহারে আলোচনায় বসেছেন স্বাস্থ্যকর্তারা। সোমবার থেকে বাড়ি বাড়ি পোলিও অভিযান হবে। কোচবিহারের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুকান্ত বিশ্বাস বলেন, “ভালোভাবেই পোলিও অভিযান হয়েছে। আশা কর্মীরা রাজ্য জুড়েই আন্দোলনে আছেন। আমরা চেষ্টা করছি যাতে কোথাও কোনও সমস্যা না হয়।” ভাতা বৃদ্ধির পরে আশা কর্মী অনিমা বর্মণ বলেন, “আমরা সামান্য টাকা ভাতা পাই। তা দিয়ে চলে না। সে জন্য পনেরো হাজার টাকা ভাতার দাবি করা হয়। সামান্য টাকা বেড়েছে। সেটাও আন্দোলনের জন্য। আগামীদিনেও কাজের পাশাপাশি আন্দোলন অব্যাহত থাকবে আমাদের।” অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী মমতা সরকার বলেন, “মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুটা ভাতা বাড়িয়েছেন। আমাদের আশা অনেক বেশি ছিল। এবার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা ভাতা বাড়ানোর আবেদন রাখছি।”

‘সিএএ’ লাগু, চাপানউতোর কোচবিহারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: নাগরিকত্ব সংশোধিত আইন (সিএএ) লাগু হতেই শুরু হল রাজনৈতিক চাপানউতোর। সোমবার রাত থেকে সারা দেশে ‘সিএএ’ লাগু হয়। তা নিয়ে তৃণমূল ও বিজেপি দুইপক্ষই ময়দানে নেমেছে। বিজেপি দাবি করেছে, ওই আইন লাগু হওয়ার ফলে অনেক মানুষ উপকৃত হবেন। তৃণমূলের দাবি, ওই আইনে সাধারণ মানুষকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। যাদের আধারকার্ড, ভোটারকার্ড, রেশনকার্ড আছে, যারা ভোট দিয়ে সাংসদ, বিধায়ক নির্বাচিত করেছেন তাদের নতুন করে কেন নাগরিকত্ব পেতে আবেদন করতে হবে সে প্রশ্ন তুলে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে রাজ্যের শাসক দল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক বলেন, “এই আইনে বহু মানুষ উপকৃত হবেন। যারা ধর্মের নামে প্রতারিত হয়ে এদেশে এসেছেন এই আইনের মাধ্যমে তাঁদের নাগরিকত্ব দেবে সরকার। এই আইন কোনও মানুষের নাগরিকত্ব কেড়ে নেবে না। আর এর সঙ্গে নির্বাচনের কোনও যোগ নেই।” তৃণমূলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় বলেন, “নির্বাচনে মানুষকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে সিএএ কার্যকর করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। তাতে নতুন করে কিছু মানুষকে নাগরিকত্ব পেতে আবেদন করতে বলা হয়েছে। আবেদন করার সঙ্গে সঙ্গে সেই মানুষটি বিদেশী বলে চিহ্নিত হবে। যাদের আধারকার্ড, ভোটারকার্ড, রেশনকার্ড রয়েছে, যারা দেশের সাংসদ, বিধায়ক নির্বাচিত করেছেন, তাদের আবার কেন এই আবেদন করতে হবে?”

কোচবিহার জেলা তপশিলি অধ্যুষিত। তপশিলিদের মধ্যে বড় অংশ রাজবংশী। আরেকটি অংশ রয়েছে নমঃশূদ্র। নমঃশূদ্রেদের একটি বড় অংশ নাগরিকত্ব আইন। লাগু হওয়ায় খুশির কথা জানিয়েছেন। কিন্তু রাজবংশীদের একটি অংশ ওই আইনের বিরোধিতা করার কথা জানিয়েছেন। তাতে রাজনৈতিক বিতর্ক আরও বেড়েছে। সোমবার রাতে ওই আইন লাগু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোচবিহার জেলায় মিছিল বের করে বিজেপি। ঢাক-ঢোল নিয়ে কার্যত বিজয় উল্লাস করা হয়। বিজেপি ওই আইন নিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছে সাধারণ মানুষদের। তাতে তারা সফল বলেও মনে করছে। বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায় বলেন, “বিজেপি সরকার সিএএ নিয়ে মানুষের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। আর বিজেপি যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা পালন করে। তৃণমূল কিছু মানুষকে ভুল বোঝানোর চেষ্টা করছে তাতে কোনও লাভ হবে না।” গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের নেতা বংশীবদন বর্মণ বলেন, “আমরা সিএএ আইন মানি না। দেশের কোথায় কি হবে জানি না। তবে কোচবিহারে ওই আইন লাগু করার আগে ভারতভুক্তি চুক্তি অনুযায়ী কোচবিহরের মানুষের মতামত নিতে হবে। তা নেওয়া হয়নি। আমরা ওই আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের পথে হাঁটব।”

কোচবিহারে এবারে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই নিশীথ–জগদীশের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: তৃণমূল প্রার্থীর নাম ঘোষণা হতেই প্রচারে জোর দিলেন বিজেপির কোচবিহার লোকসভা আসনের প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক। ১০ মার্চ শনিবার কলকাতায় ব্রিগেডের মঞ্চ থেকে তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কোচবিহার কেন্দ্রের জন্য নাম ঘোষণা করা হয় সিতাইয়ের বিধায়ক জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়ার। জগদীশ তৃণমূলের পোড়খাওয়া নেতা। দুইবারের বিধায়ক তিনি। এছাড়াও পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচনেও একসময় জয়ী হয়েছিলেন জগদীশ। পক্ষান্তরে, নিশীথও বিজেপির হেভিওয়েট প্রার্থী বলেই পরিচিত। বর্তমানে তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। এবারে দুই প্রার্থীর মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক দল সে মতো প্রচারেও ঝড় উঠতে চলেছে।

১১ ফেব্রুয়ারি রবিবার সকাল দুপুরে কোচবিহার রেলগেট বাজার থেকে দ্বিতীয় দফার জনসংযোগ যাত্রা শুরু করেন নিশীথ। সে মতো সেখানেই মঞ্চ তৈরি করা হয়। সকাল সকাল পৌঁছে যান বিজেপি কর্মী ও স্থানীয় নেতারা। নিশীথ সেখানে পৌঁছান প্রায় দেড়টা নাগাদ। তিনি পৌঁছানোর কিছুক্ষণ আগেই মঞ্চ থেকে নির্বাচনের প্রচারের ফ্ল্যাগ-ফেস্টুন সরিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে একটি সরকারি কর্মসূচি হয়। ওই মঞ্চ থেকে দেশের ২৭টি জায়াগায় দেড়শো কোটি টাকার প্রকল্প উদ্বোধন করেন নিশীথ। সরকারি কর্মসূচির পরে দলীয় সভা হয়। নিশীথ সেখানে নরেন্দ্র মোদীর হাত শক্ত করতে সাধারণ মানুষের কাছে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান। সেখান থেকে কখনও পায়ে হেঁটে, কখনও গাড়িতে করে নাটাবাড়ি বিধানসভার নানা এলাকায় ঘুরে বেড়ান। স্থানীয় মানুষের সঙ্গেও কথা বলেন নিশীথ। সেই সময় গুড়িয়াহাটিতে এলাকার অনুন্নয়ন নিয়ে ক্ষোভ জানান স্থানীয় বাসিন্দাদের কয়েকজন। নিশীথ তাঁদের আশ্বস্ত করেন। মঙ্গলবারও নিশীথের জনসংযোগ যাত্রা হয়। দেওয়ানহাট থেকে জনসংযোগ শুরু করেন নিশীথ। নাটাবাড়ি বিধানসভার একাধিক জায়গা চষে বেড়ান তিনি। দেওয়ানহাটে বক্তব্য রাখেন নিশীথ। দেওয়ানহাট স্টেশনে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের প্রতিশ্রুতির আশ্বাস দেন নিশীথ প্রামাণিক। উত্তরবঙ্গ ওই রুট ধরে নিউ কোচবিহার থেকে বামনহাট পর্যন্ত যাতায়াত করে। কিন্তু দেওয়ানহাটে কোনও স্টপেজ নেই। এই অবস্থার মধ্যে ১৩ ফেব্রুয়ারি বুধবার কোচবিহার পৌঁছান তৃণমূল প্রার্থী জগদীশ। ব্রিগেড সমাবেশে যোগদানের পর শিলিগুড়ি গিয়েছিলেন জগদীশ। মঙ্গলবার সেখানে দলীয় নেত্রীর বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। বুধবার কোচবিহারে পৌঁছেই মদনমোহন মন্দিরে পুজো দেন তিনি। এরপরে রোড শো করে সিতাইয়ে ফেরেন। জগদীশ বলেন, “গত পাঁচ বছরে কোনও উন্নয়নের কাজ করেনি বিজেপি। গত নির্বাচনে যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার কোনোটা রাখেনি। সেখানে আমরা ধারাবাহিক উন্নয়ন করে যাচ্ছি। মানুষ আমাদের সঙ্গে আছে। তা এবারে প্রমাণিত হবে।”

কেন্দ্রীয় বাহিনী আসায় তীব্র বিরোধিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার আগেই কোচবিহার সহ গোটা পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনী আসায় তীব্র বিরোধিতা করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহ। শনিবার বিকেল চারটা নাগাদ দিনহাটা-২ ব্লকের সাহেবগঞ্জ ফুটবল খেলার মাঠে তৃণমূলের জনগর্জন সভার প্রস্তুতি কর্মীসভা থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনী আসার তীব্র বিরোধিতা করে কেন্দ্র সরকারকে তীব্র ভর্ৎসনা করলেন মন্ত্রী উদয়ন। এদিন ভারতীয় সংবিধানের কথা উল্লেখ করে কেন্দ্র সরকারকে তীব্র ভর্ৎসনা করেন মন্ত্রী। মন্ত্রী জানান সংবিধান অনুসারে প্রত্যেকটি রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব সেই রাজ্যের প্রশাসনের। নির্বাচন কমিশন এখনো নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করেনি অথচ তার আগেই একতরফা ভাবে পশ্চিমবঙ্গ সহ প্রতিটি রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠিয়ে দিয়ে কেন্দ্র সরকার ভয়-ভীতি প্রদর্শন করতে চাচ্ছে। মন্ত্রী আরও সংযোজন করেন যে যারা সীমান্তে থাকেন তারা প্রতিনিয়ত কেন্দ্রীয় বাহিনীর চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে তাদের চলাফেরা করতে হয়, তাই তারা যদি মনে করেন কেন্দ্রীয় বাহিনী আগাম পাঠিয়ে দিয়ে রুটমার্চ করে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করবে তাহলে ভুল করছেন। পাশাপাশি এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিককেও কটাক্ষ করেন মন্ত্রী উদয়ন।

নির্দলদের দলে ফেরালো তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: দিন কয়েক আগেই কোচবিহার পুরসভার তিন নির্দল কাউন্সিলরকে দলে ফিরিয়েছে তৃণমূল। এবারে গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্দল সদস্যদের দলে ফেরানো শুরু করেছে রাজ্যের শাসক দল। ৩ মার্চ রবিবার দুপুরে তৃণমূলের কোচবিহার জেলা পার্টি অফিসে আনুষ্ঠানিকভাবে পাঁচজন নির্দল পঞ্চায়েত সদস্যকে দলে যোগদান করান দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। সেই সঙ্গে সিতাইয়েও এক নির্দল পঞ্চায়েত সদস্যকে দলে যোগদান করানো হয়। তা নিয়েই উঠেছে প্রশ্ন। একসময় দলের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, দলের বিরুদ্ধে গিয়ে যারা নির্দল প্রার্থী হয়েছেন তাদের আর দলে ফেরানো হবে না। সেক্ষেত্রে দল কেন তার সিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে এল? এর ফলে আগামীদিনে দলের সিদ্ধান্ত না মেনে নির্দল হয়ে ভোটে দাঁড়ানোর প্রবণতা বাড়তে পারে। দলের কোচবিহার জেলা নেতৃত্ব অবশ্য তা মনে করছে না। নেতৃত্বের দাবি, দেশ যখন সঙ্কটে তখন ঐক্যবদ্ধভাবে সবাইকে লড়াই করতে হবে। দলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, "অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই নির্দলদের ফেরানো হচ্ছে। এখন দেশ ও জাতি সংকটের মুখে। তাই সবাইকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে।" এদিন কোচবিহারে শীতলখুচি, গুড়িয়াহাটি ও তুফানগঞ্জের পাঁচজন নির্দল সদস্য তৃণমূলে যোগ দিয়েছে। প্রত্যেকের হাতে পতাকা তুলে দেন অভিজিৎ। নির্দল গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যরা বলেন, "আমরা তৃণমূল কংগ্রেসেই সদস্য ছিলাম। এখন দল আবার ফিরিয়ে নেওয়ায় কাজ করতে পারব। আগামীদিনে তৃণমূলকে জয়ী করাই লক্ষ্য।" বিজেপির কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, "তৃণমূলের নীতি-আদর্শ বলে কিছু নেই। বুঝতে পেরেছে লোকসভায় বিপুল ভোটে হারতে চলেছে। সে জন্য খড়কুটো ধরে বেঁচে থাকতে চাইছে। লাভ হবে না।"

লোকসভার মুখে ফের সক্রিয় জীবন সিংহ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ফের আলাদা রাজ্যের দাবি তুলে ভিডিয়ো বার্তা দিলেন কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশনের প্রধান জীবন সিংহ। ৬ ফেব্রুয়ারি বুধবার জীবনের ভিডিয়ো বার্তা ভাইরাল হয়। সেই বার্তায় কেন্দ্রীয় সরকারের সামান্য সমালোচনা করলেও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন জীবন। বার্তায় তিনি বলেছেন, "আমরা পরাধীন জাতি। ভারতের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। চরম গরিব। আমাদের দুঃখ, দুর্দশার সীমা নাই। আজকে পর্যন্ত ভারত সরকার মার্জার এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী সি ক্যাটাগরির গ্রেটার কোচবিহার রাজ্যকে পুনর্গঠিত করতে পারেনি। ভারত সরকার আমাদের আজাদী কি অমৃত পালন করার সুযোগ দেয়নি। ভারত সরকার আমাদের ভারতের উন্নতির সঙ্গে সামিল করতে পারেনি।" এর পরেই মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করে জীবন বলেন, "কলকাতার বহিরাগত মমতা দিদি কামতাপুর রাজ্যের চূড়ান্ত বিরোধিতা করেছে। মমতা দিদি চান না কামতাপুর রাজ্য পুনর্গঠিত হোক। আমরা স্বাধীনতা পাই। মমতা দিদি আমাদের জাতি-মাটির শত্রু। তার লজ্জা না লাগে অন্যায় ভাবে ভারতের সংবিধান অমান্য করে কোচবিহার রাজ্য গঠনের বিরোধিতা করার। মমতা দিদির লজ্জা লাগে না কোচবিহার রাজ্য লুটপাট করে কলকাতাকে স্বর্গরাজ্য বানানোর। লজ্জা লাগে না আমাদের উপরে পুলিশি সন্ত্রাস করার।" জীবন আরও বলেন, "আমরা আমাদের রাজনৈতিক ভাগ্য নিজেরাই নির্ধারণ করব। কোচবিহার বা কামতাপুর আমাদের দেশ আমাদের রাজ্য। কোচবিহার রাজ্যের জন্যে আমরা রক্ত দিয়েছি। আরও রক্ত দেব। আমরা বীর চিলারায়ের বংশধর। আমরা হার না মানা জাতি। কামতাপুরের সমস্ত মানুষকে আবেদন জানাচ্ছি, মমতাদিদির ষড়যন্ত্রে কেউ পা দেবেন না। আমরা যে কোনও ভাবেই আমাদের গ্রেটার কোচবিহার রাজ্য পুনরুদ্ধার করব।" তৃণমূলের দাবি, জীবন সিংহের পেছনে রয়েছে বিজেপি। অসমে বিজেপি সরকারের আশ্রয়ে রয়েছেন জীবন। সেখানে যেভাবে তাঁকে শিখিয়ে দিচ্ছেন বিজেপি নেতারা, সেভাবেই ভিডিয়ো করে বার্তা দিচ্ছেন জীবন। তৃণমূলের কোচবিহার জেলা মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় বলেন, "জীবন সিংহ এখন তোতাপাখি। মানুষের কাছে সব স্পষ্ট হয়েছে। বিজেপি যখন যা বলে দিচ্ছে, জীবন সিংহ তাই করছে। তাই ওই কথার গুরুত্ব এখন আর কেউ দেয় না।" বিজেপি অবশ্য তৃণমূলের অভিযোগ মানতে নারাজ। বিজেপির কোচবিহার জেলা সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, "তৃণমূলের অভিযোগের কোনও ভিত্তি নেই। কোন সংগঠনের পক্ষে কি বলা হল সেটা তাদের বিষয়। আমরা সবসময় আমাদের অবস্থান স্পষ্ট করেছি। আমাদের উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন চাই।"

লোকসভার নিরাপত্তা: কোচবিহারে পৌঁছাল কেন্দ্রীয় বাহিনী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণার আগেই কেন্দ্রীয় বাহিনী পৌঁছাল কোচবিহারে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথম ধাপে কোচবিহারের জন্য পাঁচ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী বরাদ্দ হয়েছে। তার মধ্যে তিন কোম্পানি ২ মার্চের মধ্যেই পৌঁছায় জেলায়। পরে আরও দুই কোম্পানিও পৌঁছায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচবিহার জেলার পাঁচটি মহকুমার প্রত্যেকটিতে এক কোম্পানি করে কেন্দ্রীয় বাহিনী রাখা হয়েছে। কোচবিহারে যে এলাকাগুলো উপদ্রুত সেখানেই টহল দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, "পাঁচ কোম্পানি আধা সামরিক বাহিনী পাঁচটি মহকুমায় রাখা হয়েছে।"

নির্বাচন মানেই কোচবিহারে একাধিক এলাকা উত্তপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। বিগত প্রায় সব নির্বাচনে এমন নজির তৈরি হয়েছে। প্রশাসন সূত্রেই জানা গিয়েছে, সে কথা মাথায় রেখেই উপদ্রুত অঞ্চলের তালিকা তৈরি করেছে প্রশাসন। তালিকা তৈরি করা হয়েছে স্পর্শকাতর ও অতি স্পর্শকাতর এলাকাও। সে মতোই কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। আপাতত এক কোম্পানি করে সব জায়গায় রাখা হলেও পরবর্তীতে আরও কেন্দ্রীয় বাহিনী কোচবিহারে পৌঁছালে উপদ্রুত অঞ্চলে সেই সংখ্যা বাড়ানো হবে। উপদ্রুত অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে দিনহাটার একাধিক জায়গায়। রয়েছে শীতলখুচি, সিতাই, মাথাভাঙা ও তুফানগঞ্জের একাধিক এলাকা। বিশেষ করে দিনহাটার ভেটাগুড়ি, পুঁটিমারি, গিতালদহ, ওকরাবাড়ির মতো জায়গায় বারে বারে রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সে জন্য দিনহাটার এক কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী রাখা হবে বড় আটিয়াবাড়িতে। সেখান থেকে উপদ্রুত অঞ্চলগুলি কাছাকাছি পড়বে। মাথাভাঙার পলিটেকনিক কলেজে এক কোম্পানি আধা সামরিক বাহিনী রাখা হবে। সেখান থেকে মাথাভাঙা ও শীতলখুঁচির উপদ্রুত অঞ্চলে দ্রুত পৌঁছানো সম্ভব হবে। কোচবিহার জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, "কোথাও রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটলে সেখানে দ্রুত পৌঁছে পরিস্থিতি যাতে কেন্দ্রীয় বাহিনী সামাল দিতে পারে সে কথা মাথায় রেখেই পরিকল্পনা তৈরি হয়েছে।"

হাসপাতাল জুড়ে দুর্গন্ধের অভিযোগ তুলে ভাঙচুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ওয়ার্ড জুড়ে দুর্গন্ধের অভিযোগ তুলে হাসপাতালে ভাঙচুর চালালেন রোগীর পরিজনেরা। ৫ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ওই ঘটনা ঘটেছে। রোগীর পরিজনদের অভিযোগ, ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে আবর্জনা জমে রয়েছে। তিনদিন ধরে তা পরিষ্কার করা হয় না। তা থেকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। বিশেষ করে মা ও শিশুদের ওয়ার্ডের অবস্থা খুবই খারাপ। বার বার অভিযোগ জানানোর পরেও কোনও কাজ না হওয়ায় তারা বিক্ষোভ দেখাতে বাধ্য হয়েছেন। রোগীর এক পরিজনের কথায়, "খাবারের অবশিষ্ট অংশ, জলের বোতল, ব্যবহার করা স্যালাইন, সিরিঞ্জ, কাপড় থেকে নানা আবর্জনা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। সে সব খুঁটছে বেড়াল। দুর্গন্ধ ম ম করছে চারদিকে। তার মধ্যেই নাক চেপে হাঁটতে হচ্ছে। রোগীদের কারও কারও গা গুলিয়ে উঠছে।" এমনই অবস্থা কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের। অবশেষে হাসপাতালের নার্স-কর্মীরাই ঝাড়ু হাতে নেমে পড়েন হাসপাতাল পরিষ্কার করতে।

হাসপাতালের এমএসভিপি রাজীব প্রসাদ বলেন, "ওই কর্মীরা এজেন্সির মাধ্যমে কাজ করছে। তাদের মধ্যে ৩৯ জন রয়েছেন যারা স্বল্প সময়ের জন্য নিয়োগ হয়েছেন। সে কথা মাথায় রেখেই কোনও কর্মীর যাতে অসুবিধের মধ্যে পড়তে না হয় ভেবেই প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আশা করছি দ্রুত সমস্যা মিটবে। এর মধ্যে হাসপাতালে যাতে আবর্জনা না জমে সেদিকটাও দেখা হচ্ছে।" অভিযোগ রয়েছে কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের নিরাপত্তা রক্ষীরা গত তিন মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না। আর দুই মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না সাফাইকর্মীরা। বার বার কর্তৃপক্ষের কাছে জানিয়েও কোনও সুরাহা না হওয়ায় কর্মবিরতি শুরু করেছেন তারা। গত তিনদিন ধরে হাসপাতালের সামনে বসেই চলছে অবস্থান বিক্ষোভ। তিনদিন ধরে আবর্জনা জমে জমে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, সাফাইকর্মী ও নিরাপত্তারক্ষী মিলিয়ে ১১৩ জন রয়েছেন। প্রত্যেকের বেতন মাসিক সাড়ে আট হাজার টাকা। নিরাপত্তারক্ষী পীযূষকান্তি শীল বলেন, "তিন মাস ধরে বেতন পাচ্ছি না। সামান্য টাকা বেতন, সেটাও অনিয়মিত হলে আমরা চলব কি করে? দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়াতেই আন্দোলনে নামতে হয়েছে।" সাফাইকর্মী গীতা বাসফোর বলেন, "দুই মাস ধরে বেতন নেই। সংসার চালাতে কষ্টের মধ্যে পড়তে হচ্ছে। তাই আন্দোলনে নেমেছি।" রোগীর আত্মীয় শেফালি সরকার, রিতা সরকার, নাসির হোসেনরা বলেন, "মা ও শিশুদের বিভাগে থাকা যাচ্ছে না। দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসছে। এমন চললে মা ও শিশু আরও অসুস্থ হয়ে পড়বেন। দ্রুত অবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন।"

নিশীথকে পরাস্ত না করা পর্যন্ত নিরামিষ খাবেন রবীন্দ্রনাথ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ভোটের মুখে নিরামিষ খাওয়ার শপথ নিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা তৃণমূলের রাজ্য সহসভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। তিনি কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যানের দায়িত্বেও রয়েছেন। কিন্তু কেন রবীন্দ্রনাথ নিরামিষ খাবেন? প্রাক্তন মন্ত্রী শপথ নিয়েছেন, এবারের লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা কোচবিহারের বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামানিককে না হারানো পর্যন্ত নিরামিষ খাবেন রবীন্দ্রনাথ। ১৩ ফেব্রুয়ারি বুধবার কোচবিহারে সাংবাদিকদের সামনে ওই শপথের কথা জানান রবীন্দ্রনাথ। ওইদিন কোচবিহার মদনমোহন মন্দিরে পুজো দেন কোচবিহার লোকসভা আসনের প্রার্থী জগদীশ বর্মা বসুনিয়া। সেখানে রবীন্দ্রনাথও উপস্থিত ছিলেন। সেখান থেকে বেরিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "আমি মদনমোহন দেবের কাছে ব্রত রেখেছি। নিশীথ প্রামাণিককে না হারানো পর্যন্ত নিরামিষ খাব। ভোটে জয়ী হওয়ার পরে মৎস্যমুখী করব।" কিন্তু যদি নিশীথকে ভোটে পরাজিত করা সম্ভব না হয় তাহলে কি হবে? সে প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "এবারে কোচবিহারে আমাদের প্রার্থীর পরাজয়ের কোনও সুযোগ নেই। আমরা দুই লক্ষের বেশি ভোটে জয়ী হব।" রবীন্দ্রনাথের ওই শপথ নিয়ে কটাক্ষ ছুঁড়ে দিয়েছেন বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায়। তিনি বলেন, "রবীন্দ্রনাথ ঘোষের এখন বয়স হয়ে গিয়েছে। নিরামিষ খাওয়া তাঁর শরীরের পক্ষে ভালো। এবারে শুরু করেছেন। আর তা ছাড়তে পারবেন না। কারণ বিজেপি প্রার্থীকে হারানো তৃণমূলের পক্ষে আর সম্ভব নয়।"

বিজেপির কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে বলেন, "রবীন্দ্রনাথ ঘোষের এ আশা কখনও পূর্ন হবে না।" বয়সে অনেকটা হেরফের হলেও রবীন্দ্রনাথ-নিশীথের লড়াই অনেক পুরনো। ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় রবীন্দ্রনাথ-নিশীথ লড়াইয়ে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল কোচবিহারে। নিশীথ সে সময় কোচবিহার জেলা যুব তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক, আর রবীন্দ্রনাথ মূল তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি। নিশীথ অনুগামীরা টিকিট না পেয়ে নির্দল হয়ে ভোটে দাঁড়িয়ে পরে। বেশ কিছু গ্রাম পঞ্চায়েত, একটি ব্লক ও জেলা পরিষদের একটি আসনেও জয়ী হয়েছিল নিশীথ অনুগামীরা। পরে দল থেকে বহিস্কার করা হয়েছিল নিশীথকে। এর পরেই নিশীথ বিজেপিতে যোগ দেয়। দল তাঁকে টিকিটও দেয়। সেই সময়ও রবীন্দ্রনাথ ঘনিষ্ঠ পরেশ অধিকারীকে টিকিট দিয়েছিল তৃণমূল। রবীন্দ্রনাথই সেই সময় ছিলেন দলের মূল কান্ডারি। কিন্তু তিনি নিশীথকে পরাজিত করতে পারেননি। ৫৪ হাজারের বেশি ভোটে নিশীথের কাছে পরাজিত হয়েছিল তৃণমূল প্রার্থী। এবারে রবীন্দ্রনাথ দলের সভাপতি নন। কিন্তু দলে এখনও তাঁর প্রভাব রয়েছে। এবারে তাঁরই ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়াকে প্রার্থী করেছে তৃণমূল। আর এই ভোটে তাই জগদীশকে জয়ের লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন রবীন্দ্রনাথ। আর শপথ নিয়েছেন, জয়ী না হওয়া পর্যন্ত নিরামিষ খাবেন।

লোকসভার প্রচারে জনসংযোগ যাত্রা শুরু নিশীথের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: লোকসভা নির্বাচনে জয় ছিনিয়ে আনতে জনসংযোগ যাত্রা শুরু করলেন বিজেপির লোকসভা আসনের প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক। ৫ মার্চ মঙ্গলবার কোচবিহারের মাথাভাঙা দিয়ে তিনি জনসংযোগ যাত্রা শুরু করেন। প্রথমদিন মাথাভাঙার বিস্তীর্ণ এলাকা চষে বেড়ানোর পরে শীতলখুচি যান নিশীথ। পরের দিন তিনি সিতাই বাজারেও যান। নিশীথের পাল্টা আসরে নামে তৃণমূলও। সিতাই বাজারে সভা করে ফেরার পরে সেখানে তৃণমূল পাল্টা সভা করে। গোবর জল ছিটিয়ে ওই এলাকা ঝাড়ু দেয় তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। মাথাভাঙ্গায় একশো দিনের কাজের টাকা নিয়ে তৃণমূলকে আক্রমণ করেন বিজেপির কোচবিহার লোকসভা আসনের প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক। নিশীথ জনসংযোগ যাত্রায় মাথাভাঙার একাধিক গ্রামে পৌঁছান। সেখানে তিনি বলেন, “একশো দিনের কাজের টাকার হিসেব দিতে পারেনি রাজ্যের শাসক দল। ভোটের মুখে একশো দিনের নাম করে যে টাকা দেওয়া হচ্ছে তা সাধারণ মানুষের ট্যাক্সের টাকা। সেই অর্থ বেছে বেছে দেওয়া হচ্ছে তৃণমূলের লোকদের। আসলে তৃণমূলের কর্মীদের শক্তিশালী করতেই টাকা দেওয়া হচ্ছে সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করে।” এ ছাড়া রাজ্য জুড়ে চলা দুর্নীতি নিয়েও তৃণমূলকে আক্রমণ করেন নিশীথ। তিনি দাবি করেন, সরকারি টাকা সর্বত্র লুঠ হয়েছে।

পাল্টা তৃণমূল দাবি করেছে, নিশীথ ভোট প্রচারে গিয়ে আবাস যোজনা ও একশো দিনের কাজের টাকা নিয়ে মানুষের প্রশ্নের মুখে পড়ছেন। তৃণমূলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় বলেন, “একশো দিনের কাজের টাকা নিয়ে বিজেপির কাছে কোনও উত্তর নেই। মানুষ ক্ষুব্ধ। আবাস যোজনার টাকা কেন আটকে রাখা হয়েছে তার সদুত্তর দিতে পাচ্ছেন না।। গ্রামে গিয়ে মানুষের প্রশ্নের উত্তর দিতে পাচ্ছেন না বিজেপি নেতারা। তাই বিভ্রান্তিকর কথা বলছেন।”

এদিন সকাল থেকেই মাথাভাঙা-১ ব্লকের হাজরাহাট-২ পঞ্চায়েতের নিউ গোসাইয়েরহাট থেকে কর্মসূচি শুরু হয়। একাধিক পঞ্চায়েত এলাকায় ঘুরে প্রচার করেন সাংসদ।এদিন বিজেপির ভোট প্রচার কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, বিজেপির জেলা সভাপতি সুকুমার রায়, শীতলখুচির বিধায়ক বরেন চন্দ্র রায় ,মাথাভাঙার বিধায়ক সুশীল বর্মণ। নিশীথ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, “তৃণমূলের লাগাম ছাড়া দুর্নীতি ও অপশাসনের থেকে মানুষ মুক্তি চাইছেন। তাই জনসংযোগ যাত্রায় মানুষ বিজেপির প্রতি আস্থার কথা জানাচ্ছেন। প্রতিটি বিধানসভার গ্রাম ও শহরে প্রার্থী হিসাবে সাধারণ মানুষের কাছে যাওয়ার কর্মসূচির সূচনা হল। রাজ্যের শাসক দল কেন্দ্রের পাঠানো জনকল্যানের টাকা লুট করেছে।”

নতুন মুখে ভরসা বামেদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কংগ্রেসের জন্য আর অপেক্ষা না করে প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করল বামেরা। বৃহস্পতিবার প্রথম দফার তালিকা ঘোষণা করেন বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু। ওই তালিকায় রয়েছে কোচবিহারের নাম। এবারে কোচবিহারে বামেদের প্রার্থী ফরওয়ার্ড ব্লকের নীতীশ চন্দ্র রায়। বরাবর এই আসনটি শরিক ফরোয়ার্ড ব্লকের জন্য বরাদ্দ করে বামেরা। এবারে তার অন্যথা হয়নি। স্থানীয় সিপিএম নেতারা প্রথমদিকে এই আসন দাবি করলেও পরে তারা রাজ্য বামফ্রন্টের সিদ্ধান্তকে মান্যতা দেওয়ার কথা জানায়। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এবারে কোচবিহার আসনে নতুন মুখের উপর ভরসা রেখেছে বামেরা। বামেদের যুক্তি, চারদিকে যখন অস্বচ্ছতায় ভরে গিয়েছে তখন স্বচ্ছ ভাবমূর্তির মানুষ নীতীশ চন্দ্র রায়কে সামনে রেখে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা। ফরওয়ার্ড ব্লকের কোচবিহার জেলা সম্পাদক অক্ষয় ঠাকুর বলেন, “দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই। কেন্দ্র ও রাজ্য দুই সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা দুর্নীতিতে যুক্ত। সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা আমাদের কথা বলব।” সিপিএমের কোচবিহার জেলা সম্পাদক অনন্ত রায় বলেন, “মানুষের কাছে আমরা আবেদন রেখেছি দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের। আমরা সাড়াও পাচ্ছি।”

নাম ঘোষণা হওয়ার পরই প্রচারে নেমে পড়েন নীতীশ। মাথাভাঙা ও দিনহাটায় প্রচার সভা হয়। নীতীশ বলেন, “দুর্নীতি বাড়ছে। বেকারি বাড়ছে। আইন শাসন নেই। চারদিকে অরাজকতা। তার বিরুদ্ধেই আমাদের লড়াই। সে কথা নিয়েই মানুষের দোরে দোরে যাব। আশা করছি সফল হব।” তিরিশ বছরের বেশি সময় ধরে রাজনীতিতে রয়েছেন নীতীশ। তিনি মেখলিগঞ্জের শৌলমারি হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। ছাত্র বয়স থেকে রাজনীতি শুরু করেন তিনি। প্রথমে করতেন ছাত্র ব্লক। তিনি জানিয়েছেন, অমর রায় প্রধানের নেতৃত্বে রাজনীতি শুরু করেন। পরে কমল গুহের সংস্পর্শে এসেছেন। তিন বিঘা থেকে শুরু আইন অমান্য প্রত্যেকটি আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে অংশ নিয়েছেন তিনি।। বর্তমানে ফরওয়ার্ড ব্লকের কোচবিহার জেলা সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য নীতীশ। তিনি দলের মাথাভাঙ্গা লোকাল কমিটির সম্পাদকের দায়িত্বেও রয়েছেন। তবে একতরফা বামেদের প্রার্থী পদ ঘোষণায় ক্ষুব্ধ কংগ্রেস। কংগ্রেসের কোচবিহার জেলার কার্যকরী সভাপতি রবীন রায় বলেন, “আমরা হাইকমান্ডের নির্দেশের অপেক্ষায় আছি। যেমন নির্দেশ হবে সে ভাবে কাজ করব।”

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনেই বাজেট পুরসভার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনেই সাধারণ মানুষের উপরে অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের পথে হাঁটছে না কোচবিহার পুরসভা। ৭ মার্চ বৃহস্পতিবার কোচবিহার পুরসভায় খসড়া বাজেট প্রস্তাব পেশ হয়। সেই বাজেটেই সমস্ত বিষয় স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে। কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, “সাধারণ মানুষের উপরে নতুন করে কোনও রাজস্ব বসছে না। কিন্তু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের উপরে ভ্যালুয়েশন বোর্ড সমীক্ষা করে কর ধার্য করবে। নির্বাচনের পরে ওই বিষয়ে কাজ শুরু হবে। কারণ দীর্ঘসময় ধরে সমীক্ষা হয়নি। তাতে পুরসভা ক্ষতির মুখে পড়ছে।” এদিন প্রায় পনেরো কোটি টাকার উদ্বৃত্ত খসড়া বাজেট পেশ করল কোচবিহার পুরসভা। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরসভার আয় ধরা হয়েছে, ১৩৬ কোটি ৬ লক্ষ ২ হাজার টাকা। সম্ভাব্য ব্যয় ধরা হয়েছে ১২১ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা। পানীয় জল ও আবর্জনা সাফাইয়ের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে বেশি। পানীয় জলের জন্য সাড়ে ৬ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। এছাড়া রাজস্ব আদায়ের উপরেও জোর দেওয়া হয়েছে। কোচবিহার পুরসভা রাজস্ব আদায়ে সাড়ে ৭ কোটি টাকার উপরে আয় ধরা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোচবিহারে প্রশাসনিক সভায় এসে পুরসভার রাজস্ব বৃদ্ধি স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন, “সাময়িকভাবে মুখ্যমন্ত্রী রাজস্ববৃদ্ধি স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সে কথা মাথায় রেখেই এগোনো হচ্ছে। রাজস্ববৃদ্ধি ধরে যা প্রায় ১৮ কোটির বেশি হয়েছিল। তা সাড়ে ৭ কোটি ধরা হয়েছে। নির্বাচনের পরে শুধু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সমীক্ষা করবে ভ্যালুয়েশন বোর্ড। সেভাবেই রাজস্ব ধরা হবে।”

তৃণমূলের প্রার্থী নিয়ে বিতর্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: দলীয় সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কার্যত নিজেকেই কোচবিহার লোকসভা আসনের প্রার্থী ঘোষণা করলেন সিতাইয়ের তৃণমূল বিধায়ক জগদীশ বসুনিয়া। ৫ মার্চ মঙ্গলবার রাতে কোচবিহারের সিতাইয়ের আদাবাড়ি গ্রামে একটি সভায় বিধায়ক জগদীশ বসুনিয়া কার্যত দাবি করেন, তাঁর চোখ দিয়েই এবারে কোচবিহার দেখবেন রাজ্য নেতৃত্ব। তাতে অনেকেই দাবি করেন, জগদীশ নিজে প্রার্থী হবেন তা এই কথাতেই স্পষ্ট। সভায় তিনি বলেন, “কোচবিহার জেলা আমার চোখ দিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত রাজ্য পার্টি নিতে চলছে। এবং সম্ভবত খুব শীঘ্রই সেই ডিক্লেয়ার হবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ডিক্লেয়ার হয়নি ততক্ষণ আমরা কিছু বলবো না। কোচবিহার জেলা সিতাইয়ের দিকে তাকিয়ে আছে। সিতাই কি বলে, সিতাই কিভাবে চলে এবং সিতাই কিভাবে ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনে লড়াই করে ৩৪ হাজার ৫০০ ভোট লিড দিয়েছিল লোকসভায়। বিধানসভায় সারা কোচবিহার জেলায় মুখ থুবড়ে পড়লেও সিতাই বিধানসভা কেন্দ্র মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল। সেদিকে তাকিয়ে আছে গোটা জেলা। সেই সম্মান আমাদের রক্ষা করতে হবে।” জগদীশের ওই বক্তব্য ভাইরাল হতেই বিতর্ক শুরু হয়। পরে অবশ্য নিজের অবস্থান পাল্টান জগদীশ। তিনি বলেন, “আমি সেভাবে বলিনি। আমি আমার গ্রামের কয়েকজন মানুষের সঙ্গে আলোচনা করেছি। সেটার কেউ ভিডিও করেছে। দলনেত্রী যাকে প্রার্থী করবেন আমরা তাঁর হয়েই লড়াই করব।” তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক জগদীশের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তিনি বলেন, “জগদীশ বসুনিয়া কখনও বলেননি তিনি প্রার্থী হচ্ছেন। সিতাই যেহেতু ধারাবাহিক লিড দিয়েছে, তাই সে চোখেই কোচবিহার দেখা হবে সে কথাই বলেছেন। এটা একদম ঠিক কথা।” তৃণমূলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় অবশ্য বলেন, “উনি (জগদীশ বসুনিয়া) কি বলেছেন আমি এখনও জানি না। কিন্তু দল এখনও লোকসভার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেনি। এই তালিকা ঘোষণা করেন একমাত্র দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা তাঁর মনোনীত কোনও ব্যক্তি। তার আগে কেউ প্রার্থী ঘোষণা করলে তা দলবিরোধী কাজের তালিকায় পরে যাবে।” তৃণমূলের কোচবিহার জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মণ বলেন, “এটুকু বলতে পারি লোকসভার প্রার্থী তালিকা এখনও ঘোষণা হয়নি।” দলের প্রবীণ নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ থেকে শুরু করে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ প্রত্যেকেই বলেন, “প্রার্থী ঠিক করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যাকে প্রার্থী করা হবে দলের সৈনিক হিসেবে তাঁকে জয়ী করতে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ব।”

নিশীথে আস্থা বিজেপির

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: নিশীথ প্রামাণিকের উপরে আস্থা রাখল বিজেপি। ২ ফেব্রুয়ারি শনিবার বিজেপির তরফে প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে বিজেপি। সেই তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের কুড়িটি আসন রয়েছে। তার মধ্যে কোচবিহার আসন থেকে ফের নিশীথ প্রামাণিকের নাম রয়েছে। কোচবিহারে নিশীথের নাম ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে জেলা পার্টি অফিসে ভিড় করতে শুরু করেন বিজেপি কর্মীরা। নিশীথের নামে স্লোগান দিয়ে বাজি ফাটানো শুরু হয়। গেরুয়া আবিরও নিয়ে আনন্দে মেতে ওঠেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায় বলেন, “দ্রুত প্রার্থী ঘোষণা হওয়ায় আমরা খুশি। এবারে সরাসরি নাম ঘোষণা হওয়ায় প্রচারে জোর আসবে। আর এবারে আমরা অনেক বেশি ভোটে জিতব। নিশীথের নাম শুনেই তৃণমূল ভয় পেয়ে গিয়েছে। প্রথম রাউন্ড থেকেই আমরা এগিয়ে।” তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, “চারদিকে মানুষ বিজেপিকে ভোট দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছেন। এবারে আমরা আরও বেশি ভোটে জয়ী হব।” তৃণমূলের রাজ্য সহ সভাপতি তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, “এবারে জয় আমাদের অনেক সহজ হল। গত পাঁচ বছরে সাংসদকে খুঁজে পায়নি মানুষ। এবারে তার জবাব দেবে। আর পিছিয়ে পড়ার কিছু নেই, প্রথম থেকেই এগিয়ে রয়েছি আমরা। সবকেন্দ্রেই লড়বে জোড়াফুল।” নিশীথ প্রামাণিক একসময় যুব তৃণমূলের কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। দল থেকে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়। এর পরেই তিনি বিজেপিতে যোগ দেন। এর পরেই ২০১৯ সালে বিজেপি কোচবিহার আসন থেকে তাঁকে টিকিট দেয়। নিশীথ ৫৪ হাজারের কিছু ভোটে তৃণমূল প্রার্থী পরেশ অধিকারীকে পরাজিত করেন। তৃণমূলের একটি অংশের দাবি, সেই সময় দলে অন্তর্কোন্দল মাথাচাড়া দিয়েছিল। আর তৃণমূলের অনেক ভোটাররা সদ্য বাম থেকে তৃণমূলে যোগ দেওয়া পরেশকে মেনে না নিয়ে নিশীথকে ভোট দিয়েছেন। এবারের পরিস্থিতি একেবারে অন্যরকম। নিশীথ পাঁচ বছরের সাংসদ এবং কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। শাসক দলের দাবি, স্বভাবিক ভাবেই এই সময়কালে সাংসদ কি কাজ করেছেন সে জবাব চাইছেন মানুষ। সেই সঙ্গে নিশীথের দেখাও মানুষ পায়নি বলে শাসক দলের দাবি। এ ছাড়া বিজেপিরই অনেকেই নিশীথকে পছন্দ করেন না বলে দাবি। বিজেপির অবশ্য পাল্টা দাবি, কোচবিহারে বিজেপির সংগঠন আগে থেকে অনেক শক্তিশালী। বর্তমানে কোচবিহার লোকসভা আসনে বিজেপির পাঁচজন বিধায়ক রয়েছেন। সেই সঙ্গে নিশীথের নিজস্ব ক্যারিশমা আছে। তাই জয় অনেক সহজ হবে।

বাস বন্ধে বিপাকে পরীক্ষার্থীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: বাস বন্ধে বিপাকে পরীক্ষার্থীরা মালদহ বেসরকারী বাস এবং টোটো চালকের গোলমালের জেরে বিপাকে পড়লেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকের পরীক্ষার্থীরা। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই মালদহে বেসরকারি বাস পরিষেবা বন্ধ রাখেন চালকেরা, ফলে,পরীক্ষা দিতে বেরিয়ে বিপাকে পড়েন পরীক্ষার্থীরা। বুধবার গাজলে বেসরকারি বাসের চালককে মারধরের অভিযোগ উঠেছিল টোটো চালকের বিরুদ্ধে। পথ অবরোধ থেকে পুলিশে অভিযোগও করেন বাস চালকেরা। এইদিন সকাল থেকেই জেলা জুড়ে বেসরকারি বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে। চালকদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা মেটানোর চেষ্টা চলছে বলে জানান প্রশাসনের কর্তারা।

ডাকাতির আগেই আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার চার যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, সিতাই: সিতাই বাজারে ডাকাতির আগেই আগ্নেয়াস্ত্র,গুলি সহ গ্রেফতার চার যুবক। শনিবার বিকেল পাচটা নাগাদ জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য্য জানান, গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে গতকাল রাত আনুমানিক ১০ টা ২২ মিনিট নাগাদ সিতাই থানার পুলিশের একটি বিশেষ টিম গিয়ে পৌঁছায় কেশরিবাড়ি এলাকায়। সেখানে গিয়ে দেখে অন্ধকারে জড়ো হয়ে আছে বেশকয়েকজন যুবক। পুলিশকে দেখা মাত্রই একটি টোটো করে সবাই পালানোর চেষ্টা করে। সেই সময় সিতাই থানার পুলিশ চার যুবককে আটক করে এবং একজন পালিয়ে যায়। আটক চার যুবকের কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি ইম্প্রোভাইজড নাইন এমএম পিস্তল,৭ রাউন্ড গুলি ও লোহার রড। এরপর পুলিশ চার যুবককেই গ্রেফতার করে। পুলিশ জানিয়েছে গ্রেফতার চারজন যুবক হল ভোলাচাত্রার রেজ্জাক মিয়া, শাকির আলী, মমিন মিয়া, কেশরিবাড়ির নুরামিন প্রামাণিক। শনিবার দুপুরে চারজনকেই সিতাই থানার পুলিশ দিনহাটা মহকুমা আদালতে হাজির করে।

সম্পাদকীয়

চিত্র পাল্টাবে কি?

ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে। ঢাল-তরোয়াল নিয়ে শত্রুপক্ষের দিকে এগোতে শুরু করেছেন সবুজ-গেরুয়া-লাল প্রার্থীরা। শুরু হয়েছে কে ভাল, কে মন্দের তরজা। ব্যক্তি আক্রমণও হচ্ছে। বাহুবলীরা শক্তি প্রদর্শনেও নেমেছেন। গণতন্ত্রে গণতান্ত্রিক যুদ্ধ হবে, সে খুবই ভালো কথা। কিন্তু পরিস্থিতি পাল্টাবে কী? মানে চিকিৎসার জন্যে এই সীমান্ত জেলা কোচবিহারের মানুষকে আর ছুটতে হবে না বড় শহরের দিকে, এই নিশ্চয়তা কেউ কি দেবেন। উচ্চশিক্ষার জন্যে এই প্রান্তিক জেলার মানুষ আর যেতে হবে না কেন্দ্রের পথে, এই আশ্বাস কেউ দেবেন কি? অথবা এই যে প্রতিদিন কোচবিহারের গ্রাম থেকে একটু অন্ন-বাসস্থানের খোঁজে মানুষকে ছুটতে হয় ভিনরাজ্যে, তা বন্ধে হাত বাড়িয়ে দেবেন কেউ। না হয়, কাঁচা পথ, জমে থাকা নিকাশী, বৃষ্টিতে ঘরের ছাদ বেয়ে নেমে আসা জলের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাবে মানুষ। কিন্তু সে লড়াই কি চলবে আজীবন? সে সব নিয়ে খুব একটা হইচই নেই। কেউ কেউ উন্নয়নের তালিকা তুলে ধরছেন। কিন্তু স্বাধীনতার সত্তর বছর পরে ওই ছোট্ট তালিকায় মন ভরে না কারও। সে সব দিকে খুব একটা কাহারও নজর রয়েছে বলে মনে হয় না। প্রত্যেকেই মন্দিরে মন্দিরে ছুটছেন। এই জেলার উন্নয়নের জন্য আর কি করা প্রয়োজন? ভোটে জয়ী হলে কি কি করার পরিকল্পনা রয়েছে? সে সব কথা একবারের জন্যেও কাহারও মুখ থেকে বেরোয় না। তাই ধরে নেওয়া যায়, ভোট আসিবে, ভোট যাইবে, উন্নয়নের কচকচানিও হইবে। আর মানুষকে কাজের খোঁজে ছুটতে হবে ভিনরাজ্যে। একটু ভালো চিকিৎসার জন্য ছুটতে হবে বড় শহরে। একটু ভালো পড়াশোনার জন্য ছুটতে হবে কোনও না কোনও কেন্দ্রের দিকে। ইহাই ভবিতব্য।

কবিতা

এক নেই-এর পৃথিবী

.... মনিমা মজুমদার

কতটা লেখা উচিত বা কতটা লেখা উচিত নয়
এসব ভাবতে ভাবতে রুমালে
কেটে ফেলি কাটাকুটির ছক
নিষিদ্ধ হয়ে আসা সমস্ত দরজায় আমাদের
মুখ এক হয়ে গেছে অনেকদিন
চিৎকার করে কাঁদি না এখন আর
ভেতরে ছাই তাই অনেক বেশি
তোমাকে বলা হয়নি এসব কথা কোনও দিন
এসব কথা তোমাকে বলা যায় না কখনও
এই যে এক অস্বাভাবিক ভাঙাচোরা পৃথিবী
দু'প্রান্তে দড়ি টানাটানিতে দু'জন
রোদ ভীষণ, হঠাৎ বৃষ্টিও
আমাকে হাতছানি দেয় আরেকটি নরক
এসব কথা আমি বলিনি তোমাকে কখনও।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক ঃ সন্দীপন পন্ডিত
কার্যকারী সম্পাদক ঃ দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহ-সম্পাদক ঃ পার্থ নিয়োগী, কঙ্কনা বালো মজুমদার, বর্ণালী দে
ডিজাইনার ঃ ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক ঃ বিমান সরকার

প্রবন্ধ

আজও এমন হয়

... সোমালি বোস

রিজু আজ অনেক বড় অফিসের ম্যানেজার হয়েছে। সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। রিজু যেন এক উদাহরণ হয়ে দাঁড়াল যে অনাথ আশ্রমে থেকেও নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায়। রিজু সমাজকে বার্তা দিল নিজের ইচ্ছা এবং চেষ্টা এটাই সর্বশেষ কথা। নবীনবাবু এক ভোরবেলাতে তাঁর আশ্রমের গেটের কাছে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন রিজুকে। এরপর ওই শিশুটিকে নিয়ে আসেন তাঁরই বালক ভবন আশ্রমে। রিজুর বয়স তখন হয়ত বা দু'তিন মাস হবে। শিশুটির চেহেরা, গায়ের রং এসব দেখে নবীনবাবুর মনে হয়েছিল যে, এই শিশু নিশ্চয়ই কোন অভিজাত পরিবারের হবে। নবীনবাবু এবং তাঁর স্ত্রী দুজনে মিলেই বালক ভবন অনাথালয়ের পরিচালনা করেন। অনেক শিশুর মাঝে আর একটি সুন্দর শিশুও এই অনাথালয়ে বেড়ে উঠতে শুরু করে। নিঃসন্তান নবীনবাবু ও তাঁর স্ত্রী রমাদেবী অতিযত্নে সবাইকে লালন পালন করলেও রিজুকে যেন একটু বেশিই স্নেহ ভালোবাসা দিতেন। রিজুকে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি করলেন তাঁরা। আর সবার থেকে রিজ পড়াশোনাতে বরাবরই খুব ভালো ফল করতে লাগলো। বাকি ছেলেরা মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে নানান জায়গায় কাজ করতে চলে গেলেও নবীনবাবু ও রমাদেবী রিজুকে উচ্চশিক্ষিত করে তুলতে নিজেদের উজাড় করে দিলেন। এক এক করে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষায় ভালো ফল করে রিজু উচ্চশিক্ষার জন্য ব্যাঙ্গালোর যেতে চাইলো। নবীনবাবু ও রমাদেবী আর্থিকভাবে কমজোরি হয়েও তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলেন। তাঁরা যে প্রকৃতই রিজু এবং অন্যান্যদের পিতামাতা হয়ে উঠেছেন। তাই সহায়সম্বলহীন হয়েও বালক ভবনের সকলের আবদার মিটিয়ে চলেছেন।

এরপর রিক্ত চিত্তে রিজুকে ট্রেনে চাপিয়ে নিঃসন্তান নিঃসম্বল দম্পতি অনাথালয়ে ফিরে নিত্যদিনের কাজে মনোনিবেশ করলেন। এভাবেই চলছিল দিনগুলি। মাঝে মধ্যে রমাদেবী রিজুর সাথে ফোনে কথা বলতেন আর মুখ লুকিয়ে কাঁদতেন। আসলে তাঁরা যে রিজুকে নিজেদের সন্তান রূপেই মেনে নিয়েছিলেন। আজ নবীনবাবুর সত্তর বছর হলো। এখন আর এই বালক ভবনের দায়িত্ব তাঁর সামলানো সম্ভব নয়। সহায় সম্পত্তি তো কিছুই অবশিষ্ট নেই। যা কিছু জমিজমা ছিল সবই এই নিঃসন্তান দম্পতি বিক্রি করে অনাথ আশ্রম চালাতেন। আজ তাই এই নিঃস্ব দম্পতি যেন ভেবেই কুল পাচ্ছেন না এই বার্ধক্য কিভাবে গুজরান হবে? কিভাবেই বা চালাবেন তাদের ভালোবাসার বালক ভবন। আজ নবীনবাবুর সত্তরতম জন্মদিনে রমাদেবী সামান্য কিছু ছোটমাছের ঝোল, ডাল ও পাঁচ রকমের সবজি ভেজেছেন। বালক ভবনের অনাথ বালকদের সাথেই নবীনবাবু সাধারণত এক টেবিলে বসেই মাধ্যানভোজন করে থাকেন। রমাদেবীর আজ সকাল থেকেই খুব রিজুর কথা মনে পড়ছিল। আজ পাঁচ বছর হল রিজু তাদের ছেড়ে গেছে। কিন্তু প্রতি বছর আজকের দিনটিতে ভোরবেলাতেই নবীনবাবুকে রিজু ফোন করে জন্মদিনের শুভেচ্ছা ও প্রণাম জানাতো। কিন্তু আজ রিজু তো ফোন করলো না। রমাদেবী মনে মনেই বললেন রিজু এখন কত বড় অফিসার কত বড়ো ব্যস্ত মানুষ, এসব দিন কি মনে রাখা সম্ভব। নিজের সন্তানই মা বাবার বিশেষ দিন মনে রাখে না আর এ তো পালিত সন্তান। রমাদেবী এসব ভাবতে ভাবতেই আবার কাজে মন দিলেন। সবাইকে খেতে দিতে হবে তো। এখন তো সব তারা দুজন মিলেই করেন, কারণ লোক রাখার আজ আর সামর্থ কোথায়? রমাদেবী সবাইকে নাম ধরে ডাকতে লাগলেন, কিন্তু কারো সাড়া নেই, অন্যদিন একবার ডাকতেই সবাই হৈ -হুল্লোড় করে খাবার টেবিলে উপস্থিত হয়, আজ কারো আওয়াজও অনেকক্ষণ থেকে পাওয়া যাচ্ছিল না, এবার নবীনবাবুও ব্যাপারটা লক্ষ্য করলেন, বৃদ্ধ দম্পতি দুজনেই উদ্বিগ্ন হয়ে ছেলেদের চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন। হঠাৎ লক্ষ্য করলেন সবছেলেরা চিৎকার করে হ্যাপি বার্থডে টু ইউ বলতে বলতে ছুটে আসছে। সবার হাতে অনেক রং বেরং এর বেলুন, আর তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নবীনবাবু ও রমাদেবীর আদরের রিজু। রিজু ছুটে এসে তাদের প্রণাম করে টানতে টানতে শিশুদের খেলাঘরে নিয়ে গেল। রমাদেবীর চোখে জল চলে এল। নবীনবাবুর তো চক্ষুস্থির, কতো ফটো, কত বেলুন, কত কিছু দিয়ে ঘর সাজানো হয়েছে। কত বড় একটা কেক যার উপর লেখা শুভ জন্মদিন বাবা। বৃদ্ধ দম্পতি আর কান্না চেপে রাখতে পারলেন না। এত আয়োজন এত সাজসজ্জা শুধুই নবীনবাবুর জন্যে, সত্যিই এটা অভাবনীয়। রিজু নবীনবাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললে, আজ থেকে এই বালক ভবনের সব দায়িত্ব আমার। তোমরা এখন শুধুই তীর্থযাত্রা করে সময় কাটাবে। সব ব্যবস্থা করে দিয়েছি। রমাদেবী সিক্ত চোখে রিজুর দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলতে লাগলেন সত্যিই আজও এমন হয়!!

ভোট প্রচারে কোচবিহার লোকসভার বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক।

দিনহাটা ২ নম্বর ব্লকের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পেলেন প্রধান

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: অবশেষে দিনহাটা-২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পেলেন দিনহাটা-২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস প্রাক্তন সভাপতি তথা শুকারুকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান বিষ্ণু কুমার সরকার। জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের স্বাক্ষরিত নিয়োগপত্র শুক্রবার দুপুর একটা নাগাদ তার হাতে এসে পৌঁছেছে। বছর কয়েক আগে দিনহাটা-২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি থেকে বিষ্ণু কুমার সরকারকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে সভাপতি হিসেবে নিয়োগ করা হয় দীপক ভট্টাচার্যকে। এরপর থেকেই তিনি তার অনুগামীদের নিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। এবার নিয়োগপত্র হাতে পেয়ে তিনি সক্রিয় হয়ে ওঠার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। নিয়োগপত্র হাতে পাওয়ার পর বিষ্ণু কুমার সরকার বলেন, এতদিন দলের কোন দায়িত্ব তাকে দেওয়া হয়নি। এবার দায়িত্ব হাতে এসেছে। কাজেই ভোটের আগে জেলা নেতাদের নির্দেশ মতোই কাজ করব। পাশাপাশি অনুগামীদেরও ভোট প্রচারে নামতে বলবো।

বিধায়কে নিয়ে এলাকাবাসীর ক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে সুজাপুরের মানুষ দুহাত তুলে আশীর্বাদ করে জিতিয়েছিল তৃণমূল প্রার্থী আবদুল গণীকে। কিন্তু বিধায়ক হয়ে যাবার পর সেই রকম ভাবে এলাকায় দেখা যায়নি আব্দুল গনি সাহেবকে বলে এলাকাবাসীর ক্ষোভ। দলের তৃণমূল বিধায়কের বিরুদ্ধেই এবারে সরাসরি প্রশ্ন তুলে সোচ্চার হলেন দক্ষিণ মালদা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শাহনাওয়াজ আলি রায়হান। মালদা প্রেস কর্নারে এক সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি জানান, সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার থাকলে আমিও হতাশ হতাম। বিধায়কের পরিষেবা পাচ্ছেন না ওখানকার মানুষ। আমি ক্ষমাপ্রার্থী হিসেবে এলাকায় যাব। তবে এলাকায় মা মাটি মানুষের নেতৃত্বে সমস্ত উন্নয়ন পৌঁছে যাচ্ছে। অন্যদিকে এই বিষয়ে ফোনে সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক আব্দুল গনি জানান, তিনি ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান। প্রায় সাড়ে ৩০০ কিলোমিটারের দূরত্ব। তাই প্রতিদিন তার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। আর এই নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি।

Vol: 28, Issue: 5, 8 March - 21 March, 2024

লিটল ম্যাগাজিন বিতর্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: লিটল ম্যাগাজিন মেলার স্থান নির্বাচন নিয়ে বর্তমান ও প্রাক্তন মন্ত্রীর বক্তব্যে বিতর্ক তৈরি হল। শুক্রবার কোচবিহারের এবিএনশীল কলেজের মাঠে সাহিত্য উৎসব ও লিটল ম্যাগাজিন মেলা 'উত্তরের হাওয়া'র উদ্বোধন করেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। বক্তব্যে তিনি বলেন, "আমার মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গকে যেভাবে নিবিড়ভাবে ভালোবেসে যত্ন নিয়ে দেখেছেন তা তুলনাতীত। খোলা মনে বিচার করলে, হৃদয় দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, তরাই অঞ্চলে উন্নয়নের মহাযজ্ঞ করেছেন।" ওই মঞ্চ থেকে কোচবিহারের মহারাজাদেরও প্রশংসা করেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, "কোচবিহারের রাজারা ক্রিকেট খেলাকে প্রমোট না করলে আজকের সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় হয় না।" সেই মঞ্চে ব্রাত্য জানান, গতবছর থেকে লিটল ম্যাগাজিন মেলা শুরু হয়। তিনি বলেন, "গত বছর আমরা জলপাইগুড়িতে মেলা হয়। তখন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেছিলেন যাতে এবারে কোচবিহারে এই মেলা হয়। তা এবারে আমরা করতে পেরেছি।" এরপরেই উদয়ন বক্তব্য দিতে উঠে বলেন, "আমি মেলা কোচবিহারে নয়, দিনহাটায় করার কথা বলেছিলাম। এখানে আসলে বলতে হয়, আমি এখনও দড়ি কাটাকুটির খেলায় রবীন্দ্রনাথ ঘোষের (প্রাক্তন মন্ত্রী) থেকে পিছিয়ে রয়েছি।" এবারে লিটল ম্যাগাজিন মেলার মূল দায়িত্ব পালন করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। তিনি পরে বলেন, "কোচবিহার হেডকোয়াটার মেলা তো এখানে হবেই। তাহলে আপনাকে (উদয়ন গুহ) বাড়ি স্থানান্তর করা হবে।" উত্তরবঙ্গ লিটল ম্যাগাজিন মেলা তিনদিন ধরে চলবে।

ভোট প্রচারে কোচবিহার লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া।

দাম কমলো পেট্রোল এবং ডিজেলের

নিজস্ব সংবাদদাতা: দিন প্রতিদিন বেড়ে চলেছে বাজারদর। বাড়তে থাকা প্রতিটা জিনিসের কারণে মধ্যবিত্তের রাত্রের ঘুম উড়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে জাতীয় স্তরে পেট্রোল এবং ডিজেলের নতুন দাম প্রকাশ করা হয়েছে। যেখানে দেখা গিয়েছে আজ একাধিক রাজ্যে পেট্রোল এবং ডিজেল সস্তা হয়েছে। সাম্প্রতিক আপডেট অনুসারে, হিমাচল প্রদেশে পেট্রোল ২৯ পয়সা এবং ডিজেলের দাম ২৭ পয়সা কমেছে। পাশাপাশি ছত্তিশগড়ে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম কমেছে যথাক্রমে ৫০ পয়সা এবং ৪৯ পয়সা। গুজরাটে পেট্রোল সস্তা হয়েছে ৪৯ পয়সা এবং ডিজেলের ক্ষেত্রে দাম কমেছে ৪৮ পয়সা। অপরদিকে রাজস্থান, মহারাষ্ট্র এবং পাঞ্জাবে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বাড়তে দেখা গেছে। দিল্লিতে প্রতি লিটার পেট্রোল বিক্রি হচ্ছে প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকায়। পাশাপাশি প্রতি লিটার ডিজেলের দাম হল ৯০.০৮ টাকা। মুম্বাইতে প্রতি লিটার পেট্রোল ও ডিজেলের দাম হল যথাক্রমে ১০৬.৩১ টাকা এবং ৯৪.২৭ টাকা।

ডুয়ার্সের রাভা জনজাতিরা ভোটের মুখে আন্দোলনের পথে

নিজস্ব সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: ভোটের মুখে এবার আন্দোলনের পথে ডুয়ার্সের রাভা জনজাতিরা। অবিলম্বে রাজ্য সরকার রাভাদের জন্য পৃথক উন্নয়ন বোর্ড না করলে ডুয়ার্সে আন্দোলনের ইতিহাস তৈরি হবে বলে হুঁশিয়ারী দিয়েছে নেতৃত্ব। সোমবার নিখিল রাভা ছাত্র সংস্থা ও নিখিল রাভা মহিলা পরিষদের পক্ষ থেকে একটি মিছিল আলিপুরদুয়ার শহর পরিক্রমা করে। পরে সংগঠনের নেতা কর্মীরা জেলার প্রশাসনিক ভবন ডুয়ার্সকন্যার সামনে বিক্ষোভে সামিল হয়। রাভা নেতা রুবেন রাভা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে রাজ্য সরকার তাদের বঞ্চিত করছে। পাঁচ বছর ধরে আদিবাসী উন্নয়ন সংস্কৃতি বোর্ড রাভা জনজাতিদের কোন সহযোগিতা

করছে না জনজাতিরা। অবিলম্বে আদিবাসী হিসেবে রাভা জনজাতির জন্য আলাদা উন্নয়ন বোর্ডের দাবি করেন তিনি।

সিএএ ইস্যুতে সরব মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: সিএএ ইস্যুতে সরব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একাধিকবার তার বক্তব্যে অসমের প্রসঙ্গ তুলে ধরে কেন্দ্রের প্রতি আক্রমণ শোনান কড়া ভাষায়। তার কথায়, সিএএ মানে বর্ণ বৈষম্য। সেক্ষেত্রে মানুষের অধিকার রক্ষায় সিএএ-র বিরোধিতায় যে তিনি একেবারে গ্রাউন্ড জিরোতে তা স্পষ্ট করেন নিজের বক্তব্যর মধ্য দিয়েই। সিএএ ইস্যুতে মন্তব্য করতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, সিএএ আসলে পলিটিক্যাল গিমিক। ভোটের জন্য এটা করছে বিজেপি। সিএএ ইস্যুতে আদ্যপ্রান্ত কেন্দ্রের প্রতি আক্রমণ শোনানোর পাশাপাশি নিজের ভাইকে নিয়ে সরব হন তিনি। নাম উল্লেখ না করলেও সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমো জানান, এই মুহূর্ত থেকে আর কোনও সম্পর্ক রইলো না তার ভাইয়ের সঙ্গে। সেক্ষেত্রে আগামীতে পরিবারের নাম যাতে না জড়ানো হয় সেই বিষয়টি তুলে ধরেন তিনি। একইসঙ্গে স্পষ্ট করেন, লোভী মানুষের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। এমনকি এই প্রসঙ্গেও বিজেপিকে নিশানা করতে ভোলেননি তৃণমূল সুপ্রিমো।

গুরুচাঁদ ঠাকুরের ১৭৮-তম জন্মজয়ন্তী উদযাপিত

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: মালদাতে শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুরের ১৭৮ তম জন্মজয়ন্তী উদযাপিত পালিত হল। মালদার গাজোল নয়াপাড়া মোড়ে শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুরের এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনায় সারা ভারত মতুয়া মহাসংঘ মালদার গাজোল ব্লক কমিটি। এই অনুষ্ঠানের প্রথমে শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুরের নিশান উত্তোলন ও ঠাকুরের মূর্তিতে মাল্যদান করা হয় তাছাড়াও গুরুচাঁদ ঠাকুরের জীবনী নিয়ে আলোচনা হয়। ভক্তরা গুরুচাঁদ ঠাকুরের আরাধনায় ডংকা কাশি বাজিয়ে মেতে উঠেছে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মালদার গাজোল ব্লক মতুয়া সংঘের সেক্রেটারি প্রদীপ কুমার বিশ্বাস সহ সভাপতি নান্টু বালা, মতুয়া সংঘের আন্তর্জাতিক মতুয়া ধর্মের প্রচারক ভজহরি গোসাই, মতুয়া কোষাধক্ষ্য হারাধন মন্ডল, মানিক লাল বিশ্বাস, সাধন বিশ্বাস থেকে শুরু করে মতুয়া ধর্মের সকল ভক্তরা উপস্থিত ছিলেন।

বিজেপির পরামর্শ বাক্স চালু আলিপুরদুয়ার জেলায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: মানুষের জন্যই দেশে তৈরী হয় সরকার, সেই সরকার মানুষের উন্নয়নেই কাজ করে। তাই এবার দেশের সাধারণ মানুষ তাদের নিজেদের এলাকায় কি ধরণের উন্নয়ন আশা করে, বা তাদের মনের চাওয়া পাওয়া জানতে বিজেপি প্রতিটি জেলার, প্রতি মন্ডলে চালু করলো পরামর্শ বাক্সের। এই বাক্সগুলিতে সাধারণ মানুষ নিজেদের এলাকার উন্নয়ন সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান করবেন। সেই পরামর্শ বাক্স রাজ্য দপ্তর হয়ে পৌঁছে যাবে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে। আগামী দিনে সেই সমস্ত পরামর্শ বিচার বিবেচনা করেই সংশ্লিষ্ট এলাকায় উন্নয়নের কাজের রূপরেখা তৈরী করবে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার জেলা বিজেপি কার্যালয়ের সামনে ওই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী মনোজ টিগ্গা নিজে উত্তরের চা শিল্পকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পদক্ষেপের পরামর্শ প্রদান করেছেন বলে জানিয়েছেন।

মিষ্টি তৈরীর কর্মশালা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এমএসএমই সহযোগিতায় এবং পশ্চিমবঙ্গ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ শিবির। শুক্রবার ছিল তার শেষদিন। মূলত মিষ্টির দোকানের কারিগরের অভাব রয়েছে অতুলনীয়। সেই কারিগর জোগাড় করতে গিয়ে হিমশিম খেতে হয় মিষ্টির দোকানের মালিকদের। তাদের ওই প্রয়াসে ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় শুরু হয় এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। শুধু তাই নয় মহিলারা কাজের দিকে পারদর্শী হওয়ায় তাই প্রত্যেক মহিলাকে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য হয় এই সাত দিনের প্রশিক্ষণ শিবির করা হয়। যদিও মহিলাদের দাবি এই সাতদিনের প্রশিক্ষণ যদি দীর্ঘ কিছুদিন ধরে হত তাহলে ভালোমতো আরো শিখতে পারতাম। তবে যতটা শিখেছি আশা রাখছি তাতে অনেকটা আমরা কাজ করতে সক্ষম হব।

ড্রোনের সাহায্যে কীটনাশক স্প্রে

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোয়ালপোখর: গোয়ালপোখর-১ নং ব্লকের ধরমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কুড়েলা গ্রামে কৃষিতে ড্রোনের সাহায্যে কীটনাশক স্প্রের ডেমনস্ট্রেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর দিনাজপুর জেলাশাসক সুরেন্দ্র কুমার মিনা, ইসলামপুর মহকুমাশাসক আব্দুল শাহেদ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী গোলাম রব্বানী এবং মহকুমা কৃষি আধিকারিক শ্রীকান্ত সিনহা প্রমুখ। কৃষি দপ্তরের আধিকারিক শ্রীকান্তবাবু জানান, এটি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে একটি বিশেষ স্কিম। এই স্কিম আমাদের রাজ্যে কাজ শুরু করেছে। মোট ১০ লক্ষ টাকা মুল্যের ড্রোনটিকে সরকার ৮ লক্ষ টাকা ভর্তুকি দিয়ে কৃষকদের দেবে। এই ড্রোনের সাহায্যে চাষিদের লক্ষ লক্ষ টাকা সাশ্রয় হবে। খুবই কম সময়ে বিঘের পর বিঘে জমিতে স্প্রে করা সম্ভব হবে। আমাদের জেলায় ভুট্টা গম আলু সহ বিভিন্ন চাষে ড্রোন ব্যবহার করলে খরচ অনেক কমে যাবে।

গোলাম রব্বানী বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্নভাবে চাষিদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। ড্রোনটির দাম অনেক বেশি মনে হলেও চাষিরা কোঅপারেটিভ তৈরি করে তা কিনতে পারে। আমাদের পক্ষ থেকে যতটুকু সহায়তা করা সম্ভব আমরা অবশ্যই করবো। মহকুমাশাসক বলেন, ইসলামপুর মহকুমায় যে পরিমাণ আলু উৎপাদিত হচ্ছে সেই আলুর কোল্ড স্টোরে মজুত করার সময় যেন কোন বিঘ্ন না ঘটে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জেলাশাসক বলেন, আমরা জেলা প্রশাসন সব ভাবে কৃষকদের পাশে আছি।

একটি সেতু এবং দুটি রাস্তার শিলান্যাস হলো আলিপুরদুয়ারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হলো আলিপুরদুয়ার জেলার উত্তর কামসিং গ্রামে একটি সেতু এবং দুটি রাস্তার কাজের শিলান্যাস হলো। গ্রামবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল উত্তর কামসিং গ্রামে নদীতে সেতু হোক। দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হওয়ায় খুশি গ্রামবাসীরা। এদিন এই কাজের শিলান্যাস করেন এসজেডিএ চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী।

ভারতে প্রথম সুস্বাদু চিউয়েবল অ্যান্টাসিড লঞ্চ করেছে ইনো (ENO)

আসানসোল: হ্যালিওন (Haleon)-এর শীর্ষস্থানীয় ডাইজেস্টিভ ব্র্যান্ড, ইনো (ENO) এই প্রথম তার চিউয়েবেল অ্যান্টাসিড, 'ENO Chewy Bites', যা ট্যাঙ্গি লেমন এবং জেস্টি অরেঞ্জ-এর দুটি অনন্য ফ্লেভার-এ উপলব্ধ। এই অ্যান্টাসিডটি অ্যাসিডিটি থেকে দ্রুত আরাম প্রদানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটির মধ্যে প্রাকৃতিক উপাদান এবং ১০০০ মিলিগ্রাম খটিকা চূর্ণ রয়েছে, যা ১ মিনিটের মধ্যে অ্যাসিডিটির উপর কাজ করে। ইনো চিউই বাইটস একটি নিরাপদ অ্যান্টাসিড যা প্রাপ্তবয়স্ক এবং বারো বছরের বেশি বয়সী বাচ্চারা খেতে পারে। এটি তিনটি SKU-এ উপলব্ধ, যেখানে ১০টি এবং ৩০টি প্যাক থাকবে। এই নতুন প্রোডাক্টের প্রচারাভিযানটি সমস্ত প্রধান চ্যানেল এবং প্রকাশনায় লাইভ দেখানো হবে। এই প্রচারাভিযানটিতে দেখানো হয়েছে যে বাবা ও ছেলের জুটি বন্ধুর জন্মদিনের পার্টিতে খাবার অভিযান উপভোগ করছে যখন তাদের আনন্দ অ্যাসিডিটির কারণে ব্যাহত হয়ে যায়। এই টিভিসিটির কনসেপ্ট ভারতের ওগিলভি অ্যান্ড ম্যাথার এবং উবিক চলচ্চিত্রের পরিচালক সুরজো দেব ডেভেলপ করেছেন।

ইনো-এর নতুন চিউয়েবল ফর্ম্যাট লঞ্চ করার বিষয়ে মন্তব্য করে হেড অফ মার্কেটিং অনুরিতা চোপড়া বলেছেন, "ইনো, একটি বিখ্যাত ডাইজেস্টিভ ব্র্যান্ড, যা ইনো চিউই বাইটস লঞ্চ করেছে, এটি অ্যাসিডিটির ক্ষেত্রে সুবিধাজনক সমাধান প্রদান করবে। এই উদ্ভাবনী লঞ্চটি শুধুমাত্র তাত্ক্ষণিক অ্যাসিডিটি নিরাময় করবে না বরং ব্র্যান্ডের প্রতি গ্রাহকদের আস্থা ও নির্ভরযোগ্যতাকে শক্তিশালী করে তাদের দৈনন্দিন সুস্থতা বৃদ্ধি করবে।"

পুষ্টির সম্মিলিত প্রভাব পাম অয়েল এবং নিউট্রিশনাল সিনার্জি

কলকাতা: পাম তেল, একটি ভার্সাটাইল রান্নার তেল, এটি তার রন্ধনসম্পর্কীয় ভার্সাটিলিটি এবং উচ্চ পুষ্টি উপাদানের জন্য পরিচিত। এটি খাবারের স্বাদ এবং গঠন বাড়ায় এবং এতে পুষ্টির একটি অনন্য মিশ্রণ রয়েছে যা সামগ্রিক সুস্থতায় অবদান রাখে। পাম তেল, ফ্যাটি অ্যাসিড, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং প্রোভিটামিন-এ সমৃদ্ধ, সামগ্রিক স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর ভার্সেটিলিটি রন্ধনসম্পর্কীয় প্রয়োগের বাইরেও প্রসারিত, পুষ্টির সুস্বাস্থ্যের প্রচার করে এবং একটি স্বাস্থ্যকর ভবিষ্যতের জন্য মালয়েশিয়ান পাম অয়েল কাউন্সিল অথবা এমপিওসি (MPOC)-এর প্রতিশ্রুতির সাথে সারিবদ্ধ করে।

পাম তেলে স্যাচুরেটেড এবং অসম্পৃক্ত ফ্যাট উভয়ই রয়েছে। এটি হাইড্রোজেনেশন এড়ায় তাই একটি স্বাস্থ্যকর বিকল্প, যা স্তন ক্যান্সার এবং হৃদরোগের মতো রোগের কারণ হতে পারে। এতে ভিটামিন ই রয়েছে, যা দীর্ঘস্থায়ী রোগ, ধীর বার্ধক্য এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। পাম তেলের প্রচুর পরিমাণে স্যাচুরেটেড এবং মনোস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে, যা খাদ্যতালিকাগত নির্দেশিকাগুলির সাথেও সামঞ্জস্য।

অত্যাধুনিক এক্সপেরিয়েনশিয়াল স্টোর উন্মোচন করেছে গোদরেজ

চাঁদপুর: গোদরেজ সিকিউরিটি সলিউশন, গোদরেজ অ্যান্ড বয়েস-এর একটি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গের চাঁদপুরে ৯৮০ বর্গফুট বিস্তৃত এবং অত্যাধুনিক নিরাপত্তা সমাধান এবং ব্যক্তিগতকৃত গ্রাহক অভিজ্ঞতা প্রদর্শন করে তার লেটেস্ট এক্সপেরিয়েন্টিয়াল স্টোর খুলেছে। গোদরেজ সিকিউরিটি সলিউশনের এক্সপেরিয়েন্টিয়াল স্টোরটি গ্রাহকদের বাড়ির লকার, ফায়ার-রেসিস্টেন্স সেফটি এবং অন্যান্য প্রোডাক্ট প্রদর্শন করে একটি উন্নত নিরাপত্তার অভিজ্ঞতা প্রদান করে। স্টোরটিতে বিশেষজ্ঞ পরামর্শদাতা, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং একটি নিবেদিত আফটার-সেল সার্ভিস নেটওয়ার্ক রয়েছে। এটি গ্রাহককেন্দ্রিকতার প্রতি কোম্পানির প্রতিশ্রুতি এবং বাজারে তাদের অগ্রণী উত্তরাধিকার প্রদর্শন করে গ্রাহকের অভিজ্ঞতা উন্নত করতে ব্যক্তিগত পরামর্শ প্রদান করে। লঞ্চের বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে, গোদরেজ সিকিউরিটি সলিউশনের বিজনেস হেড পুষ্কর গোখলে বলেছেন, "গোদরেজ সিকিউরিটি সলিউশনস চাঁদিপুরে তার উপস্থিতি প্রসারিত করছে, যা প্রধানত শহর ও শহরতলি অঞ্চলে এবং পূর্বাঞ্চলে ফোকাস করছে। আমরা আমাদের অত্যাধুনিক সব প্রোডাক্টের মাধ্যমে নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা এবং নান্দনিকতার চাহিদা পূরণ করে বাড়ির নিরাপত্তার ক্রমবর্ধমান সচেতনতাকে পূরণ করবো। এই এক্সপেরিয়েন্টিয়াল স্টোরটি গ্রাহক এবং খুচরা বিক্রেতাদের গোদরেজের অফারগুলির একটি বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রদান করবে, যা এর বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।"

'কোকা-কোলা ফুডমার্কস' প্রবর্তন করেছে কোকা-কোলা

কলকাতা: কোকা-কোলা ইন্ডিয়া তার "এ রেসিপি ফর ম্যাজিক" গ্লোবাল ক্যাম্পেইনের অধীনে ভারতে কোকা-কোলা ফুডমার্ক লঞ্চ করেছে। এই উদ্যোগটি সুন্দর মুহূর্ত, খাবার এবং কোকা-কোলাকে কেন্দ্র করে বিশ্বব্যাপী খাদ্যের ল্যান্ডমার্ক উদযাপন করেছে। এই লঞ্চ ইভেন্টটি দিল্লির কনট প্লেসের আইকনিক দূতাবাস রেস্তোরাঁয় অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে বলিউড তারকা জাহ্নবী কাপুর এবং কারিশমা কাপুর উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল রাজ কাপুরের একটি টাইমল্যাপ্স ছবি এবং তার সাথে একটি কোকের বোতল, উভয়ই এক ফ্রেমে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল নিখুঁত মুহূর্ত, খাবার এবং কোকা-কোলাকে ভারতের প্রতিটি আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে দেওয়া।

নয়া দিল্লির দূতাবাস রাজ কাপুরের আইকনিক অন-সেট খাবারের মুহূর্তগুলিকে এআই-এর মাধ্যমে রিক্রিয়েট করেছিল,যা একটি নিমগ্ন ফিল্ম সেটের মাধ্যমে ১৯৫০ এর দশকে বলিউডের স্বর্ণযুগে প্রবেশের মুহূর্তগুলিকে তুলে ধরেছিল। ইভেন্টে ফিল্মি সাজসজ্জা, বিশেষ ছবির ব্যাকড্রপ, স্টারডম পোস্টার এবং একটি মিউজিক্যাল স্টেয়ারওয়েস প্রদর্শিত করেছে, যেখানে কাপুর তারকারা ভিনটেজ গাড়িতে এসেছিল। স্থানীয় ইনফ্লুয়েন্সের এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও কোকা-কোলা ফুডমার্কের অভিজ্ঞতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই ইভেন্টে রাজ কাপুরের ডাল মাখানি বরফ-ঠান্ডা কোকা-কোলার সাথে যোগ করা হয়েছিল, যা রেস্তোরাঁর মেনুতে অ্যাড হবে।

কোকা-কোলা INSWA-এর মার্কেটিং সিনিয়র ডিরেক্টর কৌশিক প্রসাদ বলেছেন, "আমরা ভারতে কোকা-কোলা ফুডমার্কস লঞ্চ করতে পেরে আনন্দিত। আমাদের লক্ষ্য শেয়ার করা মুহূর্ত, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং রন্ধনসম্পর্কীয় উৎকর্ষের মাধ্যমে ম্যাজিক ছড়িয়ে দেওয়া, যা সকলের স্বাদের অভিজ্ঞতাকে দীর্ঘস্থায়ী এবং অনন্য করে তুলবে।"

পুষ্টিগুনে সমৃদ্ধ বাদামের কার্যকারিতা

কলকাতা: একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে প্রায় ২ জনের মধ্যে ১ জন ভারতীয় কোভিড-এর পরে কাজ করার বেশি সময় ব্যয় করেছেন। নিয়মিত ব্যায়াম শক্তি এবং ধৈর্যের উন্নতির মতো অসংখ্য সুবিধা প্রদান করে, এর সাথেই সুষম খাদ্য বজায় রাখা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। যারা নিয়মিত ব্যায়াম করেন, তাদের জন্য প্রোটিন, জটিল কার্বোহাইড্রেট এবং স্বাস্থ্যকর চর্বিগুলির পর্যাপ্ত পরিমাণ গ্রহণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং উপকারী খাবারের মধ্যে বাদাম হল অন্যতম। বাদাম হল প্রোটিন, স্বাস্থ্যকর চর্বি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ভিটামিন ই-এর উত্স, যার সবগুলিই স্বাস্থ্যকে উন্নত করে এবং পেশী ফাঙ্কশনকে ঠিক রাখতে সহায়তা করে। ক্যালিফোর্নিয়ার আমন্ড বোর্ড-এর একটি গবেষণায় পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে বাদাম পেশীর ফাঙ্কশনকে উন্নত করা সহ শারীরিক সুস্থতায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

এক আউন্স বাদাম ৬ গ্রাম প্রোটিন এবং ১৪ গ্রাম মনোস্যাচুরেটেড এবং পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট প্রদান করে। একটি বাদাম ৩.৫ গ্রাম ডায়েটারি ফাইবার থাকে। এগুলি ম্যাগনেসিয়ামের মতো খনিজ সমৃদ্ধ, যা দৈনিক খাবারে প্রায় ২০% প্রদান করে এছাড়াও বাদাম ভিটামিন ই-এর একটি বড় উৎস, যা প্রতি পরিবেশনায় দৈনিক ক্যালসিয়াম গ্রহণের প্রায় ৬% ধারণ করে। অতএব বাদাম একটি সমৃদ্ধ পুষ্টির ভাণ্ডার এবং এটি অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে পরিপূর্ণ, যা অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সহায়তা করে।

বাদাম বহু স্বাস্থ্য উপকারিতা প্রদান করে। একটি সুষম খাদ্যের সাথে বাদাম অ্যাড করলে এলডিএল কোলেস্টেরলের মাত্রা হ্রাস করে, হার্টকে সুস্থ রাখে, রক্তে শর্করার মাত্রা বজায় রাখা সহ বাদাম সামগ্রিক সুস্থতার জন্য বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান করে।

নিরাপদ এবং সুরক্ষিত সোনার স্টোরেজ সমাধান প্রদান করবে আইআইএফএল ফাইন্যান্স

আগরতলা: আইআইএফএল ফাইন্যান্স তার বিদ্যমান গোল্ড লোন গ্রাহকদের কোনো বাধা ছাড়াই পরিষেবা প্রদান করে চলেছে, যাতে তাদের সোনা তাদের লকারে নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকে। তবে আরবিআই সুপারভাইজরি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে পরবর্তী নোটিশ না দেওয়া পর্যন্ত নতুন সোনার ঋণ বিতরণ করা হবে না।

আইআইএফএল ফাইন্যান্স বলেছে, "আমাদের গোল্ড লোন শাখাগুলি খোলা থাকবে এবং বিদ্যমান গ্রাহকদের চাহিদা পূরণের জন্য কর্মীরা সবসময় উপলব্ধ থাকবে। কোম্পানী গ্রাহকদের আশ্বস্ত করেছে যে তাদের সমস্ত ঋণ নিরাপদ এবং সুরক্ষিত, এবং আমরা আরবিআই নির্দেশিকা মেনে চলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা আমাদের পরিষেবাগুলি প্রদান করতে সমর্থন এবং আমাদের প্রতি আস্থার জন্য গ্রাহকদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।" ভারতের একটি নন-ব্যাংকিং ফাইন্যান্স কোম্পানি, আইআইএফএল ফাইন্যান্স, গ্রামীণ এবং সেমী-আরবান এলাকায় ১৯ লক্ষেরও বেশি ব্যাঙ্কবিহীন এবং আন্ডারব্যাঙ্কড ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সোনার ঋণ অফার করছে। ২৫টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জুড়ে ২,৭২১টি শাখা রয়েছে। প্রায় ৭৮,০০০ কোটি টাকার ব্যবস্থাপনায় ঋণ সম্পদের সাথে, আইআইএফএল ফাইন্যান্স দেশের অর্থনীতির উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সাফল্য উদযাপন করছে।

নতুন পরিকল্পনা নিয়ে ৫টি তালিকা উদযাপন

শিলিগুড়ি: ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ (এনএসই) এর সোশ্যাল স্টক এক্সচেঞ্জ (এসএসই) প্ল্যাটফর্মে তার প্রথম পাঁচটি তালিকা উদযাপনের মাইলফলক অর্জন করেছে। স্বামী বিবেকানন্দ ইয়ুথ মুভমেন্ট (এসভিওয়াইএম), রূপান্তর গ্রামীণ ভারত, মুক্তি, একলব্য ফাউন্ডেশন; এবং এসজিবিএস উন্নয়ন ফাউন্ডেশন। এই ইভেন্টটি মুম্বাইয়ের বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্সে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের সদর দফতরে সংঘটিত হয়েছিল, যা প্রভাব-চালিত অর্থায়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

এই তালিকাগুলির ফলে প্রায় ৮ কোটি টাকা ফান্ড সংগ্রহ করা হয়েছে যা শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, কৃষি জীবিকা, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদির মতো বহু উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জন্য ব্যবহার করা হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাধবী পুরী বুচ, চেয়ারপারসন, সেবি (SEBI), ড. আর. বালাসুব্রামানিয়াম, চেয়ারম্যান, সোশ্যাল স্টক এক্সচেঞ্জ উপদেষ্টা কমিটি, সেবি সহ সেবির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এবং নন-প্রফিট অর্গানাইজেশন ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের থেকে বেশ কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, কর্মকর্তা এবং প্রতিনিধিরা। অনুষ্ঠানের বিষয়ে মিনিস্টার অফ ফিন্যান্স এন্ড কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, নির্মলা সীতারামান জানিয়েছেন, পাঁচটি নন প্রফিট সংস্থাকে বিশেষ অভিনন্দন, যারা এনএসই-এর সোশ্যাল স্টক এক্সচেঞ্জ প্ল্যাটফর্মে তালিকাভুক্ত হয়েছে। এসএসই-এর মাধ্যমে ফান্ড সংগ্রহের এই কাঠামোগত এবং কার্যকারিতা-ভিত্তিক পদ্ধতিতে ডোনার অবদানও অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

সিট্রোয়েন বিশেষ কর্মসূচি উদযাপন

আগরতলা: সিট্রোয়েন হল লিডিং ফরাসি অটোমেকার, ২০০টি সেল এবং পরিষেবার টাচপয়েন্ট স্থাপন করার লক্ষ্যে ২০২৪ সালের শেষ নাগাদ নেটওয়ার্ক এক্সপ্যান্সন প্রোগ্রামকে লঞ্চ করেছে। এই উদ্যোগটি দেশজুড়ে একটি বৈচিত্র্যময় এবং উন্নত সিট্রোয়েন ব্র্যান্ডের অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য তৈরি করা হয়েছে যা দেশব্যাপী তাদের কাস্টমার বেসকে আরও প্রসারিত করে।

আরবান, সেমী-আরবান এবং গ্রামীণ মার্কেটে নতুন ডিলারশিপ যোগ করা হলে তা ভারত জুড়ে ৫৮টি থেকে সিট্রোয়েন-এর ফুটপ্রিন্টকে ৫৮টি থেকে ২০০ উপরে নিয়ে যাবে, এটি নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে ৪০০% বৃদ্ধি। সতর্কতার সাথে তৈরি করা সম্প্রসারণ পরিকল্পনার লক্ষ্য হল গ্রাহকদের কাছে উন্নত উপস্থিতি তৈরি করা এবং বিভিন্ন মার্কেট বিভাগের জন্য তৈরি উদ্ভাবনী স্মার্ট রিটেল ফর্ম্যাটের সাথে সিট্রোয়েন ব্র্যান্ডের অভিজ্ঞতা প্রদান করা। নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ সম্পর্কে সিট্রোয়েন ইন্ডিয়ার ব্র্যান্ড ডিরেক্টর, শিশির মিশ্র, জানিয়েছেন, "এই মার্কেটগুলি উন্নতমানের প্রোডাক্ট এবং পরিষেবাগুলিতে বর্ধিত অ্যাক্সেসযোগ্যতার জন্য আগ্রহী গ্রাহক বেস নিয়ে গর্বিত। এই অঞ্চলগুলিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে, আমরা কেবল উদীয়মান সুযোগগুলিকে ক্যাপচার করার লক্ষ্যেই নয় বরং বিভিন্ন ভৌগোলিক ল্যান্ডস্কেপ জুড়ে সমৃদ্ধি এবং অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি করে ছোট শহুরে কেন্দ্রগুলির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা।"

শিল্পের জন্য চিপস এবং আইপি তৈরিতে আইবিএম এবং সি-ডিএসি-এর ভুমিকা

কলকাতা: আইবিএম এবং সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অফ অ্যাডভান্সড কম্পিউটিং, MeitY-এর একটি স্বাধীন বৈজ্ঞানিক সমাজ, ভারতে হাই পারফরম্যান্স কম্পিউটিংকে(এইচপিসি) ত্বরান্বিত করতে যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ তৈরিতে সহযোগিতার লক্ষ্যে মৌ স্বাক্ষর করেছে। ওপেন সোর্স উদ্যোগে অবদান সহ প্রসেসর ডিজাইন, সিস্টেম ডিজাইন, ফার্মওয়্যার এবং অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টের উপর ফোকাস সহ এই সহযোগিতা ভারতের বিকাশকারী সম্প্রদায়ের বৃদ্ধিকে উত্সাহিত এবং সমর্থন করার উদ্দেশ্যে তৈরি।

এই মৌ স্বাক্ষরটি অংশ হিসাবে, উভয় পক্ষই ভারতীয় স্টার্ট-আপ, এমএসএমই, গবেষণা সংস্থা এবং একাডেমিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে এইচপিসি অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য আইবিএম-এর পাওয়ার প্রসেসরের প্রচার করবে। ইকোসিস্টেম বিল্ডিং জুড়ে বিস্তৃত বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সহযোগিতা করার পরিকল্পনা করেছে। এর মাধ্যমে অর্জন করা হবে, স্টার্ট-আপ এবং কোম্পানিগুলিকে নির্ভরযোগ্য এবং হাই পারফরম্যান্স সম্পন্ন কম্পিউটিং সিস্টেম বিকাশের জন্য গাইড এবং সক্ষম করা, উন্নত সিস্টেম পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ কাঠামো সহ-উন্নয়ন এবং ইনোভেশনে সহায়তা করা। পার্টনারদের জন্য উন্নত কর্মশালা এবং ডিজাইন পর্যালোচনা পরিচালনা করা। সহযোগিতার বিষয়ে ইউনিয়ন মিনিস্টার অফ স্টেট ফর স্কিল ডেভেলপমেন্ট এবং এন্ট্রেপ্রেনিউরশিপ, ইলেকট্রনিক্স, আইটি এবং জলশক্তি, রাজীব চন্দ্রশেখর জানিয়েছেন, "আমাদেরপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির ভারতকে বিশ্বের জন্য একটি সেমিকন্ডাক্টর হাব হিসাবে রূপান্তরিত করার দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সঙ্গতি রেখে, আমরা বিশ্বাস করি যে ভবিষ্যত শুধুমাত্র সেমিকন্ডাক্টর তৈরি করা নয়, সমস্ত শিল্পের জন্য চিপস এবং আইপি তৈরি করা। আমরা এমন একটি কৌশলকে দ্বিগুণ করছি যার মধ্যে রয়েছে আরআইএসসিভি এবং আইবিএম পাওয়ার, এই দুটি সেমিকন্ডাক্টরের ভারতীয় পরিবার যার চারপাশে আমরা একাধিক মাইক্রোপ্রসেসর, আইওটি-এর মতো অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করব।"

স্যামসাং নক্স ভল্ট প্রটেকশন-এর সাথে গ্যালাক্সি-এর নতুন পরিসর স্যামসাং লঞ্চ করেছে

কলকাতা: গ্যালাক্সি এ৫৫ ৫জি এবং গ্যালাক্সি এ৩৫ ৫জি লঞ্চ করেছে স্যামসাং। এই নতুন গ্যালাক্সি গরিলা গ্লাস ভিকটাস+ সুরক্ষা, এআই-বর্ধিত ক্যামেরা বৈশিষ্ট্য এবং স্যামসাং নক্স ভল্ট নামক একটি টেম্পার-প্রোটেক্টেড সমাধানের মতো ফ্ল্যাগশিপ-বৈশিষ্ট্যের সাথে উন্নীত করা হয়েছে। ফোনগুলির একটি ধাতব ফ্রেম এবং প্রিমিয়াম গ্লাস ব্যাক, একটি ফ্লোটিং ক্যামেরা ডিজাইন রয়েছে, যা তিনটি রঙে উপলব্ধ। এগুলিকে আইপি৬৭ রেট দেওয়া হয়েছে, যা ১ মিটার জল, ধুলো, বালি, এবং স্লিপ এবং ফলস ৩০ মিনিট পর্যন্ত সহ্য করতে পারবে।

গ্যালাক্সি এ৫৫ ৫জি এবং গ্যালাক্সি এ৩৫ ৫জি হল একটি নতুন এক্সিনোস ১৪৮০ প্রসেসর এবং ১২জিবি আরএএম (RAM) সহ এক্সিনোস ১৩৮০ প্রসেসর সহ শক্তিশালী ডিভাইস। এগুলি একটি ৫০০০ এমএএইচ ব্যাটারি দ্বারা চালিত এবং ওয়ান ইউআই (One UI) ৬.১ সহ অ্যান্ড্রয়েড ১৪-এর সাথে তৈরী হয়েছে। এই ডিভাইসগুলি স্যামসাং নক্স ভল্টও অফার করবে, যা একটি হার্ডওয়্যার-বেসড নিরাপত্তা ব্যবস্থা যা গুরুত্বপূর্ণ ডেটা এবং ডিভাইস এনক্রিপশন কীগুলিকে রক্ষা করবে। অটো ব্লকার, প্রাইভেট শেয়ারিং এবং সিকিউর ফোল্ডার ফিচার নিরাপত্তা আরও বাড়িয়ে দেয়।

এছাড়াও, গ্যালাক্সি এ সিরিজ স্যামসাং ওয়ালেট অফার করেছে, এটি একটি মোবাইল ওয়ালেট সমাধান যা ব্যবহারকারীদের নিরাপদে প্রয়োজনীয় তথ্য বহন করতে সহায়তা করবে। ভয়েস ফোকাস পরিবেষ্টিত শব্দ ছাড়াই কল করার অনুমতি দেয়। ডিভাইসগুলি ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং রিসাইকেল্ড কাগজ এবং প্লাস্টিক থেকে তৈরি করা হয়েছে। গ্যালাক্সি Aএ৫৫ ৫জি এবং গ্যালাক্সি এ৩৫ এইচডিএফসি, ওয়ানকার্ড, আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক কার্ডগুলিতে ৩০০০ টাকার ব্যাঙ্ক ক্যাশব্যাক এবং ৬মাসের নো কস্ট ইএমআই বিকল্পগুলির সাথে পাওয়া যাবে।

মুম্বই থেকে দার্জিলিং মেনস্ট্রুয়াল হাইজিন নিয়ে সরব উজাস মেনস্ট্রুয়াল হেলথ এক্সপ্রেস

দার্জিলিং: আদিত্য বিড়লা এডুকেশন ট্রাস্টের উদ্যোগ উজাস, মেনস্ট্রুয়াল স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি চালু করেছে। উজাস মেনস্ট্রুয়াল হেলথ এক্সপ্রেস ইতিমধ্যে মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশ, নেপাল, আসাম, উত্তরপ্রদেশ সিকিম, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় সচেতনতা শিবির এবং বিনামূল্যে স্যানিটারি প্যাড বিতরণ করেছে। এবার তারা দার্জিলিং-এ। উজাসের প্রতিষ্ঠাতা মিসেস অদ্বৈতেশা বিড়লার দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা পরিচালিত, এই উদ্যোগ দার্জিলিং-এ ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে এবং ক্ষমতায়নের জন্য প্রস্তুত। স্থানীয় এনজিও অংশীদার 'ভবিষ্য ভারত'-এর সহযোগিতায় উজাস তার কর্মসূচির প্রথম পর্যায় চালু করেছে। স্থানীয় কমিউনিটি আউটরিচের মাধ্যমে বয়ঃসন্ধিকালের মেয়েদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা চলছে। মেনস্ট্রুয়েশনের বিষয়ে সচেতনতা জারি, ট্যাবু ভেঙে ফেলা এবং মেনস্ট্রুয়াল স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে ইতিবাচক আলোচনাকে উৎসাহিত করা তাদের মূল লক্ষ্য। এই আউটরিচের অংশ হিসাবে, উজাস রাজ্যের বিভিন্ন সংস্কৃতি, অনুশীলন এবং মেনস্ট্রুয়েশন ঘিরে বিভিন্ন বিশ্বাস সম্পর্কে সমালোচনামূলক তথ্য সংগ্রহ করছে। এই তথ্য থেকে এবিষয়ে সমাধান খোঁজার চেষ্টা করা হচ্ছে। উজাসের প্রতিষ্ঠাতা মিসেস অদ্বৈতেশা বিড়লা বলেছেন, "উজাস মেনস্ট্রুয়াল হেলথ এক্সপ্রেস শুধু একটি ভ্যান নয়; এটি পরিবর্তনের প্রতীক, যা বাধা ভেঙে এমন একটি সমাজ গড়ে তুলতে চায় যেখানে মেনস্ট্রুয়াল হেলথ একটি ট্যাবু নয় মেয়েদের অধিকার। দার্জিলিং-এ আমাদের ফোকাস হল শহর ও গ্রামীণ অঞ্চল জুড়ে স্থানীয় সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছানো এবং উপযুক্ত সচেতনতা কর্মশালার মাধ্যমে মেনস্ট্রুয়াল স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা।"

ব্রিটানিয়া হারস্টোরে নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়ন

শিলিগুড়ি: ভারতের অন্যতম প্রধান বিস্কুট ব্র্যান্ড ব্রিটানিয়া মারি গোল্ড দেশের সকল নারী উদ্যোক্তাদের যাত্রায় অবিরাম সমর্থন করতে এগিয়ে এসেছে। নারী উদ্যোক্তাদের জন্য চালু করা হয়েছে একটি অনন্য ডিজিটাল ইকোসিস্টেম হারস্টোর। ট্যাগলাইন "সাথ জুড়ো, সাথ উড়ো" যা ব্র্যান্ডের প্রতিশ্রুতির সারমর্মকে ধারণ করে, যেখানে নারী উদ্যোক্তারা একত্রিত হয়, একে অপরকে উন্নত করে। ব্রিটানিয়া ইন্ডাস্ট্রিজের চিফ মার্কেটিং অফিসার মিঃ অমিত দোশি বলেন, "ব্রিটানিয়া মারি গোল্ডের অটুট প্রতিশ্রুতি নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়ন এবং তাদের বৃদ্ধিকে লালন করা।" হারস্টোর একটি অনন্য মার্কেটপ্লেস চালুর উদ্যোগ নিয়েছে যেখানে পণ্য এবং পরিষেবা উভয়ই মহিলাদের মালিকানাধীন থাকবে। প্ল্যাটফর্মটি শীঘ্রই একটি গতিশীল বাজারে নারীদের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং জ্ঞানের প্রসারে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা এবং আপস্কিলিং ভিডিওর একটি বিস্তৃত স্যুট অফার করবে। প্ল্যাটফর্মটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী নারীদের ব্রিটানিয়া মারি গোল্ড মাইস্টার্টআপ কনটেস্ট সিজন ৫-এ অংশ নিতে উৎসাহিত করবে। হারস্টোর ব্রিটানিয়া মেরি গোল্ড মাইস্টার্টআপ প্রোগ্রামের চারটি সফল অধ্যায় রয়েছে। ২০১৯ সালে নারীদের উদ্যোক্তা হওয়ার যাত্রা শুরুর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও দক্ষতার বাধা অতিক্রম করতে এই প্রোগ্রাম শুরু করা হয়। এখন পর্যন্ত, মাইস্টার্টাপ ৫০ জনেরও বেশি উদ্যোক্তার জন্য ১০ লক্ষ টাকা এবং ৫০ হাজারের বেশি মহিলাকে তাদের ব্যবসা শুরু করতে প্রয়োজনীয় দক্ষতার প্রশিক্ষণ দিয়েছে। বিজয়ীদের মধ্যে ২৫ জনের বেশি মহিলার এখন সমৃদ্ধশালী ব্যবসা রয়েছে, এবং ১০ জনের বেশি বিজয়ী হারস্টোর-এ অনবোর্ড হয়েছে।

সাফল্য পেয়েছে টয়োটা-এর পঞ্চম 'গ্রেট 4X4 অভিযান'

কলকাতা: টয়োটা কির্লোস্কর মোটর উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে 'গ্রেট ৪X৪ অভিযান' সমাপ্ত করেছে, যা ৪X৪ ড্রাইভিংয়ের এক্সসাইটমেন্ট এবং ৪X৪ সম্প্রদায়ের সাথে একটি শক্তিশালী সংযোগ এনেছে। চলতি বছর ৮-১০ই মার্চ-এ অনুষ্ঠিত তিন দিনের এই ইভেন্টটি, পিআরপি ভ্যালি (গুয়াহাটি) এর প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং মেঘালয় অঞ্চলের কিছু মনোরম স্থান জুড়ে ভ্রমণের মধ্যে একটি বিশেষ অভিজ্ঞতায় ৪X৪ গাড়ির মালিকদের একত্রিত করেছে। ফ্ল্যাগশিপ ইভেন্টটি ২০২৩ সালের মে মাসে শুরু হয়েছিল সারা বছর ধরে ভারতের দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর এবং পূর্ব অঞ্চলে একাধিক অভিযান পরিচালনা করা হয়েছিল। এর সাথে, টয়োটার প্রাথমিক লক্ষ্য হল ৪X৪ ভ্রাতৃত্বের সাথে যুক্ত হওয়া এবং এর প্রোডাক্ট লাইন আপ থেকে এসইউভি-এর অনন্য ক্ষমতার সাথে নতুন ৪X৪ অভিজ্ঞতা তৈরি করা। আইকনিক হিলাক্স, লিজেন্ডারি এলসি৩০০, ফরচুনার, হাইরাইডার এডাবলুএস সহ উল্লেখযোগ্য ৪X৪ এসইউভি-এর বহর নিয়ে, উত্তর-পূর্ব অভিযানটি বিভান্তা গুয়াহাটি থেকে শুরু হয়েছে এবং পিআরপি ভ্যালিতে যাত্রা করেছে। টয়োটা-এর গ্রেট ৪X৪ এক্সপিডিশন-এর সময় টয়োটা এবং অন্যান্য ব্র্যান্ডের এসইভি-এর আধিক্য নিয়ে পরিবার এবং বন্ধু-বান্ধব সহ ৮০+ এরও বেশি অংশগ্রহণকারী একত্রিত হয়েছিল। মেঘালয়ের বিখ্যাত গন্তব্যের একটি ল্যান্ডস্কেপে, যাত্রাটি প্রাকৃতিক অফ-রোডট্র্যাকগুলির মাধ্যমে ড্রাইভিং অভিজ্ঞতা প্রদান করেছে। অভিযানটি সাংস্কৃতিক সঙ্গীত এবং নৃত্য সহ মনোরম বিনোদনের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছে। এই বিষয়ে সবরী মনোহর ভাইস প্রেসিডেন্ট, সেলস-সার্ভিস-ইউজড কার বিজনেস, টয়োটা কির্লোস্কর মোটর জানিয়েছেন, "এই প্রয়াসটি টয়োটার লক্ষ্যকে মূর্ত করে টয়োটা গ্রাহকদের সাথেই নয় অন্যান্য এসইউভি ব্র্যান্ডের সাথে জড়িত থাকার মাধ্যমে 'ম্যাস হ্যাপিনেস' ছড়িয়ে দিয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া আমাদের উদ্দীপনাকে জাগিয়ে তোলে, এবং ৪X৪ এসইভি-এর সাথে অর্থপূর্ণ অ্যাডভেঞ্চার প্রদান করে ভবিষ্যতে এই প্রচেষ্টাগুলি চালিয়ে যাওয়ার আশা করি।

নতুন ওয়াশিং মেশিন লঞ্চ করেছে স্যামসাং

কলকাতা: স্যামসাং এআই ইকোবাবল সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ফ্রন্ট লোড ওয়াশিং মেশিনের একটি নতুন পরিসর লঞ্চ করেছে, যা এআই ওয়াশ, কিউ-ড্রাইভটিএম এবং অটো ডিসপেন্সের মতো উন্নত বৈশিষ্ট্যগুলি অফার করে। এই মেশিনগুলি ১১ কেজি সেগমেন্টের মধ্যে প্রথম, যা ৫০% দ্রুত লন্ড্রি, ৪৫.৫% ভাল ফ্যাব্রিক যত্ন এবং ৭০% পর্যন্ত বেশি শক্তি দক্ষতা প্রদান করে। এআই ইকোবাবল প্রযুক্তি কাপড় ধোয়ার সময়কে ৫০% পর্যন্ত হ্রাস করতে পারে।

স্যামসাং স্মার্টথিংস অ্যাপ বাহ্যিক মাত্রা না বাড়িয়ে অভ্যন্তরীণ স্থান বাড়ানোর জন্য হ্যাবিট লার্নিং এবং ইনফরমেটিভ ডিসপ্লের মতো ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য সহ এআই ইকোবাবলটিএম ওয়াশিং মেশিন এবং স্পেসম্যাক্সটিএম প্রযুক্তি অফার করেছে। এটি একটি আধুনিক ডিজাইন সহ কালো রঙে উপলব্ধ, যা ২০ বছরের ওয়ারেন্টি-এর সাথে স্যামসাংয়ের অফিসিয়াল অনলাইন স্টোর Samsung.com Samsung শপ অ্যাপ, খুচরা দোকান এবং অন্যান্য ইকমার্স প্ল্যাটফর্ম থেকে ৬৭,৯৯০ এর প্রারম্ভিক মূল্য থেকে ৭১৯৯০ মূল্যে পাওয়া যাবে।

স্যামসাং ইন্ডিয়া-এর ডিজিটাল অ্যাপ্লায়েন্স বিজনেস সিনিয়র ডিরেক্টর পুষ্প বৈশাখিয়া বলেছেন, "স্যামসাং অটো ডিসপেন্স, এআই ওয়াশ এবং কিউ-ড্রাইভটিএম-এর মতো বৈশিষ্ট্য সহ এনার্জি-এফিসিয়েন্ট ১১ কেজি সম্পূর্ণ অটোমেটিক ফ্রন্ট লোড ওয়াশিং মেশিন উপস্থাপন করেছে। এটি গ্রাহকদের চাহিদা পূরণ করবে এবং ওয়াশিং-এর কাজগুলিকে আরও সহজ করে তুলবে।"

জলের ঘাটতি পূরণে টাটা মোটরসের অমৃতধারা কর্মসূচি

কলকাতা: বিশ্বের বৃহত্তম সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে ভূগর্ভস্থ জল ব্যবস্থাপনা প্রোগ্রাম, অটল ভূজল যোজনা সত্ত্বেও, আমাদের জনসংখ্যার মাত্র অর্ধেক (প্রায় ৫১%) নিরাপদ পানীয় জলের সরবরাহ রয়েছে। রানিক্ষেত এবং আলমোড়া জলের সমস্যা, টাটা মোটরস দ্বারা পরিচালিত অমৃতধারা উদ্যোগের মাধ্যমে সফলভাবে এই সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয়েছে। তার এনজিও এসএমডিএফ (সুমন্ত মুলগাওকার ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন) এর সহযোগিতায়। প্রকল্পটি গত ১৩ বছরে ২৩,০০০ জনেরও বেশি লোককে বহনযোগ্য পানীয় জলের উপলব্ধতার সুবিধা দিয়েছে। টাটা মোটরস, তার এনজিও (এসএমডিএফ) এর মাধ্যমে অমৃতধারা প্রোগ্রাম শিরোনামে এই সম্প্রদায়কেন্দ্রিক উদ্যোগের নেতৃত্ব দিচ্ছে। সংগঠনটি গত ১৩ বছরে উত্তরাখণ্ডের পার্বত্য অঞ্চলে ১৯৬টি পেনিট্রেশন কূপের একটি উন্নত নেটওয়ার্ক তৈরিতে সহায়তা করেছে। গ্রাম পঞ্চায়েত দ্বারা সমর্থিত এই কূপগুলি গ্রামবাসীদের জন্য জীবনরেখা হয়ে উঠেছে, যা গত দশকে ৩,৬৫৪ টিরও বেশি পরিবারে প্রতিদিন ১০.২৪ লক্ষ লিটার পানীয় জল সরবরাহ করে। ১১টি সরকারি স্কুলে ছাদে বৃষ্টির জল সংগ্রহের ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে যেখানে ২২০০ জন ছাত্র ও শিক্ষকের বিশুদ্ধ জলের সরবরাহ রয়েছে। অমৃতধারা কর্মসূচির সম্পর্কে টাটা মোটরসের সিএসআর প্রধান, বিনোদ কুলকার্নি জানিয়েছেন, " উত্তরাখণ্ডে টাটা মোটরস জলের অ্যাক্সেসের একটি চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করেছে যা মহিলাদের উন্নতির জন্য সময় মুক্ত করতে এবং গ্রামীণ স্কুলে মেয়েদের তালিকাভুক্তির জন্য বিশেষ প্রভাব ফেলেছে। আমরা উত্তরাখণ্ডে অগ্রগতির জন্য টেকসই এবং ইতিবাচক পরিবর্তন সৃষ্টির জন্য আমাদের প্রচেষ্টাকে প্রসারিত করার জন্য নিবেদিত রয়েছি।"

অষ্টম বার্ষিক আলিপুরদুয়ার জেলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ারঃ মহাসমারোহে আয়োজিত হলো অষ্টমতম বার্ষিক আলিপুরদুয়ার জেলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। আলিপুরদুয়ার জেলার সকল সরকার পোষিত প্রাথমিক বিদ্যালয়, নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও শিশুশিক্ষা কেন্দ্রের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বর উচ্চবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বসে এই প্রতিযোগিতার আসর। সোমবার জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর শুরু হয় ৮-তম বর্ষ জেলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। এইদিন উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সভাপতি পরিতোষ বর্মন, আলিপুরদুয়ার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক শিক্ষা) আশানুল করিম ছিলেন ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুভাষ রায়, ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ কুমার মুহুরী ছিলেন জটেশ্বর উচ্চবিদ্যালয়ের কার্যকরী কমিটির সভাপতি দেবজিৎ পাল সহ বিশিষ্টজনেরা।

হার্দিক এবং বুমরা দেশের সম্পদ হয়ে উঠেছে

নিজস্ব সংবাদদাতা: মুম্বই ইন্ডিয়ান্স রোহিত শর্মার নেতৃত্বে পাঁচবার আইপিএল জিতেছে। তবে তাঁর অধিনায়কত্বে শুধু ট্রফি জয় নয়, মুম্বই এমন কিছু ম্যাচ জেতানো খেলোয়াড় পেয়েছে, যাঁরা ভারতীয় দলেরও সম্পদ হয়ে উঠেছেন। প্রাক্তন ক্রিকেটার পার্থিব প্যাঁটেলের মতে, রোহিত না থাকলে হার্দিক পাণ্ডিয়া এবং যশপ্রীত বুমরার মতো খেলোয়াড়রা তৈরি হতেন না। এই বার মুম্বই ইন্ডিয়ান্স অধিনায়ক করা হয়েছে হার্দিককে। রোহিতের জায়গায় নেতৃত্ব দেবেন তিনি আর ব্যাটস্ম্যান হিসাবে খেলবেন রোহিত। মুম্বইয়ের হয়ে তিন বছর রোহিতের খেলা নিয়ে পার্থিব মনে করেন, রোহিত না থাকলে হার্দিকেরা তৈরিই হতেন না। পার্থিব আরও বলেন, "ক্রিকেটারদের পাশে রোহিত সব সময় থাকে। অবশ্যই হার্দিক এবং বুমরা হচ্ছেন সেটার সব থেকে বড় উদাহরণ। ২০১৪ সালে মুম্বই দলে আসে বুমরা। কিন্তু বুমরার ২০১৫ সালটা ভাল যায়নি। প্রতিযোগিতার মাঝেই বুমরাকে ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবছিল মুম্বই। কিন্তু রোহিত রাজি হয়নি। ও বলেছিল বুমরার মতো একজন ক্রিকেটারকে বাদ দেওয়া ঠিক হবে না। সেই সিদ্ধান্ত কতটা ঠিক ছিল তা পরের বছরই বুমরা বুঝিয়ে দেয়।" হার্দিককে নিয়েও এমন ঘটেছিল বলে জানিয়েছেন পার্থিব। ভারতের প্রাক্তন উইকেটরক্ষক বলেন, "২০১৫ সালে দলে যোগ দেয় হার্দিক। ২০১৬ সালটা ভাল যায়নি হার্দিকের। ও তখন দেশের হয়েও খেলেনি। তাই দলের সিদ্ধান্ত ছিল ওকে ছেড়ে দেওয়া হোক। দেশের খেলেনি এমন ক্রিকেটারেরা ভাল না খেললে আইপিএলের দলগুলো অনেক সময় ছেড়ে দেয়। পরে তারা ভাল খেললে আবার ফিরিয়ে নেওয়া হয়। সেটা রোহিত হতে দেয়নি। ও ছিল বলেই এখন হার্দিক এবং বুমরা দেশের সম্পদ হয়ে উঠেছে।

কোচবিহার বিমানবন্দরে আগুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বিমান নামার কিছু আগে আচমকা রানওয়ের পাশের ঘাসে আগুন লেগে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে কোচবিহার বিমানবন্দরে। পরে দমকলের একটি ইঞ্জিন গিয়ে দ্রুত আগুন আয়ত্বে এনে। কিন্তু কিভাবে রানওয়ের পাশে আগুন ছড়িয়ে পড়ল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।। বিমানবন্দর কতৃপক্ষ দাবি করেছে, বিমান অবতরণে কোনও সমস্যা হয়নি। এয়ারপোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়ার কোচবিহার বিমানবন্দরের ডিরেক্টর মনোজ সরকার বলেন, "বিমানবন্দরে থাকা ঘাসে কোনও ভাবে আগুন লেগে যায়। অগ্নিনির্বাপকের সমস্ত ব্যবস্থা রয়েছে বিমানবন্দরে। দ্রুততার সঙ্গে আগুন নিভিয়ে দেওয়া হয়। তাতে বিমান চলাচলে কোনও অসুবিধে হয়নি। নির্দিষ্ট সময়ের বিমান অবতরণ হয়। আবার নির্দিষ্ট সময়েই তা কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হয়।"

স্কুল থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে মদের দোকান

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: স্কুল থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে খোলা হয়েছে মদের দোকান। ফলে একদিকে পড়াশোনা লাটে ওঠার আশঙ্কা করছেন অভিভাবকরা অন্যদিকে পরিবেশ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা। তারা প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামের মহিলা এবং পুরুষরা। মালদার ইংলিশ বাজার ব্লকের কোতয়ালি অঞ্চলের লিচু মোড় এলাকার ঘটনায় এইদিন সকাল থেকেই দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। যদিও ওই মদের সরকারি লাইসেন্স রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ বেশ কয়েক মাস আগে থেকেই তারা এই মদের দোকান এই এলাকায় যেন না খোলা হয় তার জন্য প্রতিবাদ জানিয়ে আসছিলেন, কিন্তু তারপরও খোলা হয়েছে মদের দোকান। এলাকার পরিবেশ নষ্ট হবে এমনটাই আশঙ্কা করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।এরই প্রতিবাদে মালদা রতুয়া রাজ্য সড়কের লিচু মোড় এলাকায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় এলাকাবাসীরা। যদিও পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

কাশিমবাজারে দেওয়াল লিখন কর্মসূচি মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: মার্চের শুরুতেই তীব্র রোদের তাপ এবং গরমকে উপেক্ষা করে রাস্তায় নেমে নির্বাচনী প্রচার শুরু করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। বুধবার দুপুরে মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বাঙ্গিটোলা এলাকার কাশিমবাজারে দেওয়াল লিখন কর্মসূচিতে অংশ নেন রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। পাশাপাশি এবারের লোকসভা নির্বাচনে দক্ষিণ মালদা তৃণমূল প্রার্থী শাহনাওয়াজ আলি রায়হানের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচার চালান মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এলাকার দলীয় নেতৃত্বরাও এই নির্বাচনী প্রচারে অংশগ্রহণ করেন।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সম্মানে রাস্তার নামকরণ জলপাইগুড়িতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের জন্য ঐতিহ্যবাহী ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সম্মানে একটি রাস্তার নামকরণ করা হলো জলপাইগুড়ি শহরে। মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে এই রাস্তার নামকরণ করেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। উপস্থিত ছিলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সচিব দেবব্রত সরকার, প্রাক্তন খেলোয়াড় আলভিটো ডি কুনহা সহ অসংখ্য সমর্থক ও বিশিষ্টজনেরা। জলপাইগুড়ি পৌরসভার উদ্যোগে শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাবুপাড়া এলাকায় রাস্তাটির নতুন নামকরণ করা হয় "ইস্টবেঙ্গল সরণী" নামে। এদিন এই রাস্তার নামকরণ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন অসংখ্য ইস্টবেঙ্গল ক্লাব সমর্থক। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল, ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চ্যাটার্জি সহ অন্যান্য কাউন্সিলররা।

কোহলিকে ছাড়াই পরের তিন ম্যাচের টেস্ট দল ঘোষণা ভারতের

নিজস্ব সংবাদদাতা: বিরাট এবং শ্রেয়সের বদলে দলে রাখা হয়েছে রজত পাটীদার ও সরফরাজ় খানকে। এছাড়াও দলে রাখা হয়েছে দুই উইকেটরক্ষক শ্রীকর ভরত এবং ধ্রুব জুড়েলকেও। অন্যদিকে দলের স্পিন বিভাগ সামলানোর জন্য থাকছেন জাডেজা, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, অক্ষর প্যাটেল, ওয়াশিংটন সুন্দর ও কুলদীপ যাদব। আর পেস বিভাগ সামলাবেন সহঅধিনায়ক যশপ্রীত বুমরা, মহম্মদ সিরাজও। তাঁকে দ্বিতীয় টেস্টে বিশ্রাম দেওয়া হলেও বাকি তিন ম্যাচে দলে ফেরানো হয় তাঁকে। সঙ্গে থাকবেন বাংলার দুই পেসার মুকেশ কুমার এবং আকাশ দীপ। ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলেছে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ তিনটি টেস্ট ম্যাচ। আর শেষ তিন টেস্টে ভারতীয় দলে থাকছেন: রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), যশপ্রীত বুমরা (সহ-অধিনায়ক), যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমন গিল, লোকেশ রাহুল, রজত পাটীদার, সরফরাজ় খান, ধ্রুব জুড়েল (উইকেটরক্ষক), শ্রীকর ভরত (উইকেটরক্ষক), রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র জাডেজা, অক্ষর প্যাটেল, ওয়াশিংটন সুন্দর, কুলদীপ যাদব, মহম্মদ সিরাজ, মুকেশ কুমার এবং আকাশ দীপ।

কর্মবিরতির ডাক আশা কর্মীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতির ডাক দিল আশা কর্মী ইউনিয়ন। রবিবার দুপুর একটা নাগাদ দিনহাটা শহরের হরিতকি তলার মাঠে জমায়েত হয়ে অবস্থান বিক্ষোভ দেখিয়ে নিজেদের অধিকারের দাবিতে মিছিল করল আশাকর্মী ইউনিয়ন।

আশাকর্মীদের দাবি তাদের দুয়ারে সরকার, খেলা, মেলা পরীক্ষা সমস্ত কিছুতেই থাকতে হচ্ছে। কিন্তু তারা কোন পারিশ্রমিকই পাচ্ছেন না, ইন্সেন্টিভের টাকা বকেয়া রয়েছে, ভাগে ভাগে তাদের ইন্সেন্টিভ প্রদান বন্ধ করত হবে, ভাতা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি তাদেরকে সম্মান দিতে হবে। আশাকর্মীরা জানান, মূলত আমাদের শিশু ও মায়ের কাজের জন্য নিযুক্ত করা হয়। এই কাজের পেছনেও অনেক কাজের দায়িত্ব আমাদের কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছে যার কোন রকমের পারিশ্রমিক আমরা পাই না। গত কেন্দ্রীয় বাজেট ও রাজ্য বাজেটে আমাদের কোন কথা উল্লেখই করা হয়নি। এর আগেও আশা আন্দোলন করেছিল তখন শুধু প্রশংসাই করেছে প্রশাসন। আমাদেরকে পুতুলের মতন ব্যবহার করছে। তাই আমরা অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতির ডাক দিয়েছি।

স্বতাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96